তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি (টিজিটিডিপিএলসি)-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এ উপলক্ষ্যে আমি কোম্পানির ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনসহ পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। দীর্ঘ পথ চলায় একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সূচনালগ্নে (১৯৬৪ সাল) কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট তৎকালীন সরকার বহুজাতিক শেল অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা মাত্র ৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দিয়ে (তখনকার সময়ে ১৭- ১৮ কোটি টাকা হবে) কিনে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের পরও বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদনের ৩১ দশমিক ৪৪ শতাংশ জ্বালানি এই গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েও বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তিমান।

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ অর্থাৎ, ১২টি জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

বিগত পাঁচ দশকে কোম্পানির কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ পর্যন্ত অত্র কোম্পানি গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় গ্রাহকদের চাহিদার

বিপরীতে ফিল্ডসমূহ হতে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের ঘাটতিসহ বিশ্বে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলমান থাকায় সারা বিশ্বে জ্বালানি সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে এলএনজি আমদানী বাধাগ্রস্থ হওয়ায় তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানি ১৩,৪২১.৪৫ কি.মি. (পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত ৪৪৮.২১ কি. মি. পাইপলাইন সহ) পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করছে। উল্লেখ্য, ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা ২৮,৮৩,১১৯ টি।

বিগত পাঁচ বছরে তিতাস গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে প্রদান করা হ'ল :

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা				
	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
বিদ্যুৎ	৪৬	৪৭	৪৭	৫৬	৬৬
সার	৩	৩	৩	২	২
শিল্প	৫,৩১৩	৫৩২২	৫৩৯৬	৫৪২৯	৫৪৭২
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১,৭০১	১৭১০	১৭৩৬	১৭৫৫	১৭৭৫
সিএনজি	৩৯৬	৩৯৬	৩৯৬	৩৯৬	৩৯৬
বাণিজ্যিক	১২,০৭৫	১২০৭৬	১২০৭৮	১২০৭৮	১২০৭৮
আবাসিক	২৮,৫৫,৩০২	২৮,৫৬,২৪৭	২৮,৫৭,৯৪৮	২৮৫৩০৫৩	২৮৫৭৩৩২
মোট	২৮,৭৪,৮৪৮*	২৮,৭৫,৮১৩*	২৮,৭৭,৬০৪*	২৮,৭৮,৭৫৭ *	২৮,৮৩,১১৯ *

* ১২টি মৌসুমি গ্রাহক, ১৭টি আবাসিক জেনারেটর এবং ৫৯৬৯টি মিটারযুক্ত আবাসিক গ্রাহকসহ।

উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

উন্নয়ন কর্মসূচী:

বর্তমানে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৩,৪২১.৪৫ কি.মি.। বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত আলোচ্য অর্থবছরে ৩০.১৩ কি.মি. লিংক লাইন,পাইপলাইন সংস্কার/ পুনর্বাসন/ প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রম :

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি পিএলসি এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোম্পানির সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে ভিজিল্যান্স ডিভিশনের নিয়মিত বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পরিচালিত অবৈধ গ্যাস পাইপ লাইন অপসারণ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।

২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানির ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য তথা মোট সিস্টেম লস সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

অর্থবছর	ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য (মোট সিস্টেম লস)	
	পরিমাণ (এমএমসিএম)	শতকরা হার (%)
২০১৯-২০	৩০৮.৩২	২.০০
২০২০-২১	৩২৩.৬৪	২.০০
২০২১-২২	৩২০.৫০৭	২.০০
২০২২-২৩	৮০৬.৫৮৫	৫.২৮
২০২৩-২৪	১২০৩.৬৫৪	৭.৬৭

সিস্টেম লসের কারণসমূহ :

- অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করায় সৃষ্ট লস;
- পাইপ লাইন পুরাতন/ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় বিতরণ নেটওয়ার্কের লিকেজজনিত লস;
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাটির নীচে কাজ করার সময় পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত করায় সৃষ্ট লস;
- বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত কার্যক্রম পরিচালনাকালে গ্যাস পার্জিং করার ফলে সৃষ্ট লস;
- মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহক/ফ্ল্যাট রেট (Fixed Billing) ব্যবস্থায় ব্যবহৃত গ্যাসের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করতে না পারার কারণে সৃষ্ট লস;
- গ্যাস ইনটেক পয়েন্ট এবং গ্রাহক পর্যায়ে পরিমাপজনিত মিটারিং সিস্টেম এর ভিন্নতার কারণে পরিমাপজনিত ত্রুটির ফলে সৃষ্ট লস;
- মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকের হাউজ লাইন হতে লিকেজ এর কারণে সৃষ্ট লস।

সিস্টেম লস হ্রাসকরণে তিতাস গ্যাস কর্তৃক গৃহীত/ চলমান ব্যবস্থাসমূহ:

- ইভিসি মিটার স্থাপন;
- অবৈধ লাইন উচ্ছেদ অভিযান;
- Clean Development Mechanism (CDM);
- Verified Emission Reduction (VER);
- বিতরণ নেটওয়ার্কের Cathodic Protection ব্যবস্থা।

সিস্টেম লস হ্রাসকল্পে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- পুরাতন পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন;
- ইভিসি মিটার স্থাপন;
- মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ রোধকল্পে Gas Meter Security Enclouser স্থাপন;
- আবাসিক ট্যারিফ লস বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য সিস্টেম লস পুনর্নির্ধারণ;
- ডিভিশনভিত্তিক নেটওয়ার্ক পৃথকীকরণ;
- রাস্তা খননের অনুমতি সহজ প্রাপ্তির স্বার্থে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;
- বিতরণ মার্জিন নির্ধারণে গ্রহণযোগ্য সিস্টেম লসের হার পুনর্নির্ধারণ।

প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Pre-paid Gas Meter for TGTDCL) (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্প:

জাপান সরকারের ৩৫তম ODA Loan প্যাকেজভুক্ত Natural Gas Efficiency Project (BD-P78)-এর আওতায় টিজিটিডিপিএলসি-এর "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL) (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি গত জুন ২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় মোট ৪.২০ লক্ষ আবাসিক প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রকল্পের অন্যান্য সকল কার্যাদিও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ তথা আবাসিক খাতে গ্রাহক পর্যায়ে সিস্টেম লস কমানো, অনবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণ, গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস সাশ্রয়ের মানসিকতা তৈরি, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি অর্জিত হয়েছে।

৩য় সংশোধিত উচ্চ অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২৮.২৩ কোটি টাকা (GoB: ৯৭.৪৭ কোটি টাকা, DPA: ৮০৭.০০ কোটি টাকা ও স্ব-অর্থায়ন: ২৩.৭৬ কোটি টাকা) হলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয় ৮৮৪.৭৩ কোটি টাকা (GoB: ৭৯.৯০ কোটি টাকা, DPA: ৭৮৩.৫৫ কোটি টাকা ও স্ব-অর্থায়ন: ২১.২৮ কোটি টাকা)। প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ৪.৬৮% কম ব্যয় হয়েছে (ব্যয় সাশ্রয়: ৪৩.৫০ কোটি টাকা)। প্রকল্পের আওতায় Inotech Meter Calibration Systems GmBH, Spain এর বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক একটি মিটার টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন বেঞ্চ কোম্পানির ডেমরাস্থ মাল্টিপারপাস ভবনে স্থাপন ও কমিশনিং করা হয়েছে এবং কোম্পানির মনোনীত কর্মকর্তাদের যন্ত্রটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রিপেইড গ্যাস মিটার প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মিটার টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন বেঞ্চ

পুনর্বাসন/নির্মাণ কার্যক্রম:

আলোচ্য অর্থবছরে ঢাকা শহরসহ তিতাস অধিভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইনের মডিফিকেশন/ পুনর্বাসন/প্রতিস্থাপন/স্থানান্তর করা হয়েছে, যা নিম্নরুপ :

- হামিদ ইকোনোমিক জোন, ত্রিশাল,ময়মনসিংহ-এ গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ এবং ত্রিশাল টিবিএস মডিফিকেশন কাজ;
- আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে ৪ লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প এর প্রেক্ষিতে ঘাটুরা ও খাটিহাতা বিশ্বরোড নামক এলাকায় অত্র কোম্পানির বিদ্যমান ট্রান্সমিসন লাইনের নিরাপত্তাকল্পে মাটি/ বালি খননসহ স্প্লিট কেসিং স্থাপন;

- হোল্ডিং নং ৩৮৬-৪০০ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট,কাঠালবাগান,ঢাকা এলাকার গ্যাসের স্বল্পচাপ নিরসনকল্পে ২" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি ৫২২ মিটার বিতরণ লাইন পুনর্বাসন কাজ;
- কাঁচপুর সোনাপুর ডিআরএস মডিফিকেশন কাজ;
- সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যাত্রামুড়া ব্রীজ (চেইনেজ ১+৫৬০) এর পার্শ্বে বিদ্যমান ২" ব্যাসের ১০৮ মিটার বিতরণ লাইন স্থানান্তর;
- বাসা নং-৯৬/এ, রোড নং-৬/এ, বনানী ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসণকল্পে ২" ব্যাসের ২৬২ মিটার গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ;
- ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী এমআরটি লাইন-৬ এর আওতায় মেট্রোরেলের রুট এলাইনমেন্ট বরাবর কারওয়ান বাজার স্টেশন এলাকায় বিদ্যমান তিতাস গ্যাসের ৩" ব্যাসের পাইপলাইন স্থানান্তর;
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস পাইপলাইনের লিকেজ মেরামত এবং স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকাজ (ক) আমিন মডেল টাউন, পূর্ব ডেন্ডাবর, কবরস্থান রোড, আশুলিয়া, সাভার এলাকা; (খ) মদিনা রোড, আমিন মডেল টাউন, পূর্ব ডেন্ডাবর এলাকা; (গ) লেন নং-৯, ব্লক-সি, রোড-১১, মিরপুর, ঢাকা ঠিকানাস্থ এলাকায় ৩/৪ ইঞ্চি ও ২ ইঞ্চি ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি (ঘ) পশ্চিম রসুলপুর (মান্দাইল খালেরঘাট), কেরানীগঞ্জ, ঢাকা এলাকায় ২ ইঞ্চি ৫০ পিএসআইজি (ঙ) কবিরাজবাগ, পূর্ব ধোলাইরপাড়, জুরাইন এলাকা; (খ)মুড়াপাড়া (এসিআই সল্ট এর পাশে) রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এলাকা; (গ) খিলগাঁও থানার আওতাধীন দক্ষিন গোড়ান; এবং
- জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ২০" ব্যাস, ১০০০ পিএসআইজি, ৪ কি.মি. এবং ১৪" ব্যাস, ১০০০ পিএসআইজি, ৪ কি.মি. দীর্ঘ গ্যাস ট্রান্সমিসন পাইপলাইনের স্থানান্তর কাজ ।

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইনের স্থানান্তর কাজ

পূর্ত কার্যক্রম:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত পূর্ত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

- ডেমরা সিজিএস এলাকায় অবস্থিত তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের ৪র্থ তলা পূর্ব পার্শ্বের অংশ এবং স্কুলগেইট নির্মাণ;
- প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুম ও তদসংলগ্ন দপ্তরসমূহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কাজ;
- প্রধান কার্যালয়ে বিদ্যমান মসজিদ সম্প্রসারণ, স্টোর ও চিকিৎসা বিভাগ পুনর্বিন্যাস, লাইব্রেরী ১২ তলায় স্থানান্তর; এবং
- আবিবি (সাভার) অফিস কাম আবাসিক কমপ্লেক্স স্টোর রুম, গার্ডরুম ও গ্যারেজ নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্তকাজ।

ডেমরা সিজিএস এলাকায় অবস্থিত তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ভবন

বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

প্রতিস্থাপন/পুনর্বাসন কার্যক্রম:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলমান পাইপলাইনের প্রতিস্থাপন/পুনর্বাসন কাজ :

- এইচডিডি পদ্ধতিতে হরিপুর হতে শীতলক্ষ্যা নদী অতিক্রমণপূর্বক সিদ্ধিরগঞ্জ টিবিএস পর্যন্ত ২০" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি সঞ্চালন লাইন স্থানান্তর/ পুনঃস্থাপন এবং টাই-ইন;
- ঝিনাই নদী দিয়ে অতিক্রান্ত সরিষাবাড়ী, জামালপুর এলাকায় ৮" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি এবং ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল এলাকায় ১২" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি সঞ্চালন পাইপলাইনের পুনর্বাসন/ প্রতিস্থাপন;
- নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ (বর্ধিতাংশ, ২য় পর্ব) ;
- হাতিরঝিল (রামপুরা ব্রিজ)-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা রোডসহ (তারাবো ও চট্টগ্রাম রোডের সংযোগ) ৪ লেনের হাইওয়ে রাস্তা বরাবর বিদ্যমান বিতরণ ও সার্ভিস পাইপলাইন স্থানান্তর;
- আশকোনা-গাওয়াইর এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণ ;
- মৌচাক-কালিয়াকৈর এলাকায়, এপেক্স ফার্মাসিউটিক্যালস লি. এর সম্মুখে কোম্পানির ২০" ও ১০" ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইন পুনর্বাসন ;
- কোম্পানি ব্যয়ে ডেমরা সিজিএস হতে তেজগাঁও টিবিএসগামী ১২" × ৩০০ পিএসআইজি লাইনের প্রায় ৫৮০ (পাঁচশত আশি) ফুট পাইপলাইন মানিকদিয়ায় উন্মুক্ত হয়ে পড়ায় জরুরী ভিত্তিতে পুনর্বাসন কাজ;
- নরসিংদী বিসিক শিল্প এলাকায় সম্প্রসারণ প্রকল্পে গ্যাস সরবরাহের জন্য ১৬" এবং ৮" ব্যাসের প্রধান বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন এবং ২" ও ৪" ব্যাসের অভ্যন্তরীণ বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ;
- ডিপোজিট ওয়ার্ক এর আওতায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভূলতা এলাকায় চেইনেজ ১২+৬০০ হতে ১৪+২৫০ পর্যন্ত ৮" × ১৪০ পিএসআইজি × ২৬১৬ মিটার বিতরণ লাইন ও সার্ভিস লাইন নির্মাণ;
- ডিপোজিট ওয়ার্ক এর আওতায় "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভৈরব এলাকায় চেইনেজ ৬৪+৪০০ হতে ৬৭+৫০০ পর্যন্ত বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাস বিশিষ্ট বিতরণ ও সার্ভিস পাইপ লাইনসমূহ স্থানান্তর ;
- বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ রেল লাইন স্থাপনের এলাইনমেন্ট হতে তিতাস গ্যাসের বিদ্যমান পাইপলাইন স্থানান্তর ;
- নারায়ণগঞ্জ এর পাগলা এলাকায় অবস্থিত প্রাইম ডিআরএস এর মডিফিকেশন;

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর চাহিদা অনুযায়ী জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বাংলাদেশ স্পেশাল ইকনোমিক জোন) এ গ্যাস সরবরাহের নিমিত্তে ১০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সিজিএস নির্মাণ;
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস পাইপলাইনের লিকেজ মেরামত এবং স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে বিভিন্ন ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন: গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ। (ক) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় চত্বর এলাকা; (খ) শহীদ জামিল রোড, তালতলা, আগারগাঁ, ঢাকা ; (গ) ইব্রাহিমপুর বাজার রোড ; (ঘ) বাসা নম্বর-৫৪, সড়ক নম্বর-৭/এ, ব্লক নম্বর-এইচ, বনানী এলাকায় (২" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি) (ঙ) ন্যাশনাল ব্যাংক সংলগ্ন এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত হাউজ নং ১/১ হতে ১০/৬ ; (চ) উত্তর মুগদা ওয়েসিস কিন্ডারগার্টেন স্কুল হতে ৬৩/ক, বরিশাল ভিলা; (ছ) পোস্তগোলায় ৫৩ নং ওয়ার্ড, মোক্তার হোসেন সড়ক, নবীনবাগ (জ) গ্রীনরোড স্টাফ কোয়ার্টার; (ঝ) শাহ মাখদুম এভিনিউ, সেক্টর-১৩, উত্তরা; (ঞ) সিস্টেম অপারেশন বিভাগ-দক্ষিণ এর টিএন্ডডি-ডেমরা শাখার আওতাধীন ইছাপুরা, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ ; (ট) সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সড়ক, শিশু মেলা, শ্যামলী; (ঠ) গ্রীন রোডস্থ গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল গলি সংলগ্ন এলাকা (ড) শ্যামপুর-কদমতলী শিল্পাঞ্চলস্থ এলাকা (৩/৪" হতে ৪" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি); (ঢ) বনানী ডিওএইচএস এলাকায় (রোড-৬, ৬/বি, মসজিদ সড়ক) ; এলাকা (বিদ্যমান ৩/৪" বিতরণ লাইনের পরিবর্তে ২" ব্যাসের); (ণ) টিনসেড কলোনী, ব্লক-এ, সেকশন-১৩, মিরপুর এলাকা (বিদ্যমান ৩"/৪" ব্যাসের); (ত) প্লট নং-৩-৪, রোড নং-২/ডি, পল্লবী, মিরপুর; (থ) বাড়ী নং-৮৯, রোড নং-০৫, ব্লক-এ, সেকশন-১২, পল্লবী; (দ) প্যারিস রোড সংলগ্ন বাসা নং-০২, রোড নং-৩১, মিরপুর; (ধ) সেকশন-১১, ব্লক-ডি, ওয়ার্ড নং-০৫, এভিনিউ-৪, মিরপুর।
- পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য টিটিপাড়া আন্ডারপাস এর এ্যালাইনমেন্ট এ বিদ্যমান ৬" ব্যাস ও ২" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি চাপের দু'টি বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তর;
- গ্যাস লিকেজ বন্ধকরণের লক্ষ্যে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের জিরানী বাজার এলাকার সন্নিকটস্থ ১২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি × ৩৮০ মিটার বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ও তেজগাঁওস্থ নুরু ফার্মেসী রোড, তারা বিল্ডিং এর গলি, মধ্যকুনিপাড়া এলাকার ২" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৭৮ মিটার গ্যাস পাইপলাইন পরিবর্তন/পুনঃস্থাপন;
- প্রাইম ডিআরএস মডিফিকেশন ;
- হরিপুর টিবিএস এর সাথে সংযুক্ত কোম্পানির ১২" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি বিতরণ লাইন হতে উৎসারিত মদনপুর হতে আড়াইহাজারগামী ৮" ব্যাস, ১৪০ পিএসআইজি বিতরণ লাইনে ভালভ স্থাপন; এবং
- পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতাধীন দয়াগঞ্জ এলাকায় চেইনেজ লিংক ২+৩৭৮ অবস্থানে বিদ্যমান ২" ব্যাস × ৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইন ৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি বিতরন লাইন দ্বারা প্রতিস্থাপন কাজ।

বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কার্যক্রম:

- ডেমরা সিজিএস কমপ্লেক্স কাম ডেমরা ডিআরএস কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত ;
- দনিয়া অফিস ভবনের রিসিপশন ডেস্ক নির্মাণ ও হেলেপড়া সীমানা প্রাচীর পুনর্নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- ডেমরা মাল্টিপারপাস স্টোর ভবনে এমইএসডি এর অফিস পুনর্বিন্যাস এবং উপমহাব্যবস্থাপক (এসওডি-দক্ষিন) এর কক্ষ নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ ; এবং
- ডেমরাস্থ চারতলা তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত, গার্ডিয়ান শেড, ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং খেলার মাঠের উন্নয়ন ।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম :

২০২৩-২৪ অর্থবছরে টিজিটিডিপিএলসি নতুন ৩টি বৃহৎ IPP বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ শুরু করেছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো হচ্ছে ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লি. (৫৮৪ মে.ও.), সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (৫৮৩ মে.ও.) এবং রিলায়েন্স বাংলাদেশ এলএনজি এন্ড পাওয়ার লি. (৭১৮ মে.ও.)। উক্ত ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লি. ও সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এর কমিশনিং (COD) ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে রিলায়েন্স বাংলাদেশ এলএনজি এন্ড পাওয়ার লি. এর টেস্টিং ও কমিশনিং ফেইজ এ চলমান রয়েছে। এছাড়া, সার্বিকভাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে

পিডিবির বরাদ্দ অনুযায়ী তিতাস নেটওয়ার্কে বিদ্যমান বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ৩৩২ এমএমসিএফ গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে।

Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement [Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL] প্রকল্প:

বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ সরকার ও তিতাস গ্যাস এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement Project শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোম্পানির মেট্রো ঢাকা বিপণন ডিভিশন (উত্তর), আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (গাজীপুর) ও আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (ময়মনসিংহ) এলাকার আবাসিক শ্রেনীর মিটারবিহীন গ্রাহকদের আঙিনায় মোট ১১ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি গত ৩১/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৫ম সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৪২.৭১ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল হচ্ছে জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৮। প্রকল্পটির কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। আগামী মে ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে তিনটি ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন এবং ডিসেম্বর ২০২৮ এর মধ্যে ১১ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

Smart Metering Energy Efficiency Improvement Project [Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL] প্রকল্প:

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB), বাংলাদেশ সরকার, ও তিতাস গ্যাস এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "Smart Metering Energy Efficiency Improvement Project[Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL] " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোম্পানির মেট্রো ঢাকা বিপণন ডিভিশন (দক্ষিণ) এবং আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (নারায়নগঞ্জ) এলাকার আবাসিক শ্রেনির মিটারবিহীন গ্রাহকদের আঙিনায় ৬.৫ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। "প্রকল্পটি গত ৩১/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৫ম সভায় অনুমোদিত হয়"। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২২১৪.০৩ কোটি টাকা। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পটির কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। স্মার্ট প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হলে গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধ হবে, আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার-দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব এবং সামগ্রিক গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় সিস্টেম লস হ্রাস পাবে। এছাড়া, বকেয়া আদায় সংক্রান্ত জটিলতা দূর হবে বিধায় কোম্পানির পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে।

ক) বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ৪ (চার) জন ব্যক্তি পরামর্শক ও ০১ (এক) টি বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) আগামী মে, ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন এবং ডিসেম্বর ২০২৭ এর মধ্যে ৬.৫ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in Gas Sector in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প:

কোম্পানির আওতাধীন সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য, কার্যকর এবং দক্ষ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজ করা, SCADA এর মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নতকরণে JICA এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় কোম্পানিতে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- মতিঝিল ও পল্টন এলাকায় ৬৮ কি.মি. এবং লালমাটিয়া এলাকায় ৬৯ কি.মি. বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের GIS Mapping সম্পন্ন করা হয়েছে;

- ১৩০ টি স্টেশনের Standard Process Flow Diagram হালনাগাদ করা হয়েছে;
- তিতাস গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের সার্বিক Schematic Diagram হালনাগাদ করা হয়েছে;
- ৭৩৮ কি.মি. সঞ্চালন পাইপ লাইন, ৩২৪ কি.মি. মুখ্য বিতরণ লাইন ও ১৯৮৬ কি.মি. বিতরণ লাইনের Digitize Map সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ৬০০০ শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক গ্রাহকদের RMS Location জরীপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

কার্ট টাইপ গ্যাস ডিটেক্টরের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ

বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজার) অধীন প্রস্তাবিত ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের বিবরণী:

শিল্পের বৈচিত্রায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার নিমিত্ত তিতাস অধিভুক্ত (বেজাভুক্ত) এলাকায় ০৪টি সরকারি ও ১৫টি বেসরকারি ইকোনমিক জোনে গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- কোম্পানি কর্তৃক আবশ্যকীয় অবকাঠামোসহ উচ্চতর ব্যাস ও প্রযোজ্য দৈর্ঘ্যের পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্নপূর্বক (১) মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়নগঞ্জ; (২) মেঘনা বেসরকারি ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়নগঞ্জ; (৩) সিটি ইকোনমিক জোন, রূপগঞ্জ, নায়ায়নগঞ্জ; (৪) হোসেনদি ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ; (৫) আকিজ ইকোনমিক জোন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, এবং (৬) জামালপুর সরকারি ইকোনমিক জোন, হলিদাহাটা, জামালপুর এ ইতোমধ্যে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে।
- চাহিদাকৃত গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে (১) ত্রিশালস্থ (ময়মনসিংহ) হামিদ ইকোনমিক জোন এর জন্য ত্রিশাল টিবিএস হতে ১৬" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১০ কি.মি. পাইপলাইন; (২) জাপানিজ ইকোনমিক জোন (আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ) এর জন্য ২০" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি × ৪ কি.মি. ও ১৪" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি × ৪ কি.মি. পাইপলাইন, এবং (৩) আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এর জন্য ১২" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৮ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, কোনাবাড়িস্থ (গাজীপুর) এলাকায় বে-ইকোনমিক জোন এর গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

- কুটুম্বপুর হতে মেঘনাঘাট পর্যন্ত ৪২" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি (১২০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন) গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মিত হলে কুমিল্লা ইকোনমিক জোন (চাহিদা: ১০০ এমএমসিএফডি), সোনাচর, মেঘনা, কুমিল্লা এ গ্যাস সরবরাহের জন্য বর্ণিত ৪২" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি লাইনের নির্মিতব্য নতুন অফটেক হতে বিতরণ মেইন লাইন ও স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- আমান ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ; ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন, পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ; বসুন্ধরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কোন্ডা, বাতুরাইল, কেরানীগঞ্জ; আরিশা ইকোনমিক জোন, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা; সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নায়ায়নগঞ্জ; এ. কে. খান ইকোনমিক জোন, কাজীর চর, পলাশ নরসিংদী; গজারিয়া ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ এবং ঢাকা সরকারি ইকোনমিক জোন, দোহার, ঢাকা এ গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় প্রাক্কলন সংশ্লিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে।

Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প:

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-G নিবন্ধিত ও United Nations Methodologies মোতাবেক Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পটি ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান NE Climate A/S (NEAS) এর বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের Project Design Document (PDD) মোতাবেক ২০১৭ সালে প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার জরীপপূর্বক মোট ৩৫,২৫২ টি লিকেজযুক্ত রাইজার সনাক্তকরত মেরামত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সর্বমোট ২০.৬৮ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ সালে মেরামতকৃত রাইজারসমূহে পুনরায় গ্যাস লিকেজ সৃষ্টির বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে প্রতিবছর ধারাবাহিক Monitoring কার্যক্রম হিসেবে বর্তমানে ৭ম Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রতিটি Monitoring কার্যক্রম সাফল্যের সাথে Verify হওয়ায় ২০১৮-২০২২ পর্যন্ত মোট ১,৯১,৮৩,৪৬৮ tCO2e ইস্যুকরতঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিক্রয়ের উপযুক্ততা লাভ করে এবং মোট ১,৪৮,০৩,৭৬০ tCO2e বিক্রয় করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের লভ্যাংশ হিসেবে ১৯,৬৮,৬৯৭ মার্কিন ডলার NEAS এর মাধ্যমে কোম্পানিতে গৃহীত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্প চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ সাল প্রকল্পটি চলমান থাকবে। ২০২৩ সাল হতে সাশ্রয়কৃত গ্যাসের বিপরীতে হ্রাসকৃত CO2 পরিমাণের বিক্রয় উপযুক্ততা নির্ধারনের নিমিত্ত Verification কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Verified Emission Reduction (VER)/VERRA প্রকল্প:

CDM প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এর ৭৮৫ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২০ সালে Verified Emission Reduction (VER) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। NE Climate A/S (NEAS), Denmark এর আর্থিক বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালে সম্পাদিক চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পের নির্দিষ্ট এলাকায় প্রায় ১,৪৩,৩৯৪টি রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মোট ১৭,০৭২টি লিকেজযুক্ত রাইজার সনাক্তকরত: মেরামত করা হয়েছে। বর্তমানে ৩য় Monitoring কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং Verification কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি :

পাইপলাইন প্রতিস্থাপন/ পুনর্বাসন কাজ:

- কোম্পানি ব্যয়ে বনশ্রী এলাকায় ১৫ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ডিআরএস ও ৮" × ৫০ পিএসআইজি × ১৫৬ মিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ;

- বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ রেল লাইন স্থাপনের এলাইনমেন্ট (শাহজাহানপুর রেলক্রসিং, খিলগাঁও রেলক্রসিং, মালিবাগ রেলক্রসিং, ওয়ারলেস গেট রেলক্রসিং, বড় মগবাজার রেলক্রসিং, মগবাজার রেলক্রসিং, মহাখালী রেলক্রসিং) হতে তিতাস গ্যাসের বিদ্যমান পাইপলাইন স্থানান্তর ;
- ঢাকা ক্লীন ফুয়েল (DCF) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত তুরাগ (আমিনবাজার) নদী ক্রসিংয়ের পূর্ব পার্শ্বে বিদ্যমান ১৬" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি ভাল্‌ভ নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর এবং ঢাকা-টঙ্গী গ্যাস নেটওযার্ক আইসোলেশনের লক্ষ্যে বিদ্যমান টঙ্গী ইজতেমা আরএমএস কক্ষের অংশে ১৬" ব্যাস ১৪০ পিএসআইজি ডিসিএফ লাইনে মিটারিং ইউনিট স্থাপন ;
- গজারিয়া টিবিএস মডিফিকেশনসহ ৮" ও ১২" লাইনে পৃথক মিটারিং রান স্থাপন এবং সোনারগাঁও টিবিএস হতে উৎসারিত বিতরণ লাইনসমূহে সিস্টেম লস হ্রাস করার লক্ষ্যে বিতরণ লাইনের বিভিন্ন পয়েন্টে ভাল্ব স্থাপন;
- মূড়াপাড়া ও ভূলতা ডিআরএস মডিফিকেশন এবং ঢাকা ইপিজেড ডিআরএস হতে ইপিজেড নেটওয়ার্কে গ্যাস সরবরাহের বিঘ্ন না ঘটিয়ে ঢাকা ইপিজেড ডিআরএস মডিফিকেশনপূর্বক (পৃথক মিটারিং ও ফ্লো-কন্ট্রোল ব্যবস্থাসহ) নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বের ১২" x ৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইনে গ্যাস সরবরাহ;
- পঞ্চবটি ডিআরএস মডিফিকেশন ও উচুকরণ;
- ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের এলাইনমেন্টের চেইনেজ ৪+৯৬৫ হতে ৫+১০০ পর্যন্ত অংশে বিদ্যমান ২"x ৫০ পিএসআইজি এবং চেইনেজ ৫ + ৫৯৫ হতে ৫+৯৫৫ পর্যন্ত অংশে বিদ্যমান ১৬"x১৪০ পিএসআইজি পাইপলাইন স্থানান্তর ;
- আবিডি-গাজীপুর ও আবিডি ময়মনসিংহের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের আইসোলেশনের জন্য ধনুয়া টিবিএস মডিফিকেশন ;
- ডিএনডি খাল খনন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ব্রীজ এলাইনমেন্টে বিদ্যমান গ্যাস বিতরন লাইন সমূহ স্থানান্তরকরণ;
- ঢাকা ওয়াসার বাস্তবায়নাধীন DESWS প্রকল্পের অধীনে Raw Water Pipe line এর এলাইনমেন্ট বরাবরে মুড়াপাড়া, গন্ধর্বপুর এলাকায় বিদ্যমান তিতাস গ্যাসের পাইপ লাইন স্থানান্তর ;
- এইচডিডি পদ্ধতিতে ২০" x ৫০ পিএসআইজি বিতরণ পাইপলাইনের ইপিসি টার্ণকি ভিত্তিতে ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে শীতলক্ষ্যা ও কর্ণতলী নদী ক্রসিং;
- ঢাকা(যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা(ময়নামতি)-চট্রগ্রাম-টেকনাফ(এন-১) জাতীয় মহাসড়কের ১২তম কি.মি. এ মদনপুর সেতু নির্মাণ কাজের ফাউন্ডেশনের মধ্যে হতে বিদ্যমান গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর;
- কোম্পানি ব্যয়ে সম্পাদিতব্য অত্র কোম্পানির এর বিদ্যমান বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টঙ্গী টিবিএস হতে টঙ্গী বিসিক-কালিগঞ্জ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ; এবং
- কেরানীগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরীর অভ্যন্তরে ডিআরএস, কন্ট্রোল রুম ও সিপি স্টেশন রুম নির্মাণ কাজ।

পূর্ত কার্যক্রম:

- জাপানিজ ইকনোমিক জোন এলাকায় নির্মিতব্য সিজিএস এর অভ্যন্তরে অফিস ভবন, গার্ড রুম, সিপি রুম, সীমানা প্রাচীর, ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ ;
- ভালুকা ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণ এবং আনসার শেড ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ ;
- গজারিয়া টিবিএস এর অভ্যন্তরে মাটি ভরাট, সীমানা প্রাচীর ও কন্ট্রোল বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ ও গার্ডরুম নির্মাণ;
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া অফিস ভবন, কন্ট্রোল বিল্ডিং, আনসার শেড মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন এবং সীমানা প্রাচীর উঁচু ও রং করাসহ অন্যান্য পুর্ত কাজ;
- মাধবপুর ভাল্ব স্টেশন, হবিগঞ্জ এর সীমানা প্রাচীর, রাস্তা নির্মাণ ও মাটি ভরাটসহ অন্যান্য কাজ; এবং
- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় কন্ট্রোল ভবন ও সীমানা প্রচীর নির্মাণ।

Replacement and Improvement of the Existing Gas Network System in Dhaka and Narayanganj City Corporation Area, incorporating GIS Mapping and SCADA System প্রকল্প :

ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্তমান ও ভবিষ্যত গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্পচাপ পরিস্থিতি নিরসন, গ্যাস লিকেজজনিত অপচয় রোধ, গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা এবং টিজিটিডিপিএলসি এর গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় তিতাস অধিভুক্ত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গ্যাস স্টেশনের আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম পর্যন্ত ২৭৮১.৪৬ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন, গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা ২৭৫ এমএমসিএফডি থেকে ১০০৮ এমএমসিএফডিতে উন্নীতকরণ; গ্যাস লিকেজ রোধ করে প্রতি মাসে গ্যাস লিকেজজনিত দুর্ঘটনা ৬৬টিতে নামিয়ে আনাসহ প্রতি বছর ০.৫০ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড-সমতুল্য (tCO_2e) পর্যন্ত কার্বন নির্গমন নিরসন এবং ৫৫০০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইনের জিআইএস নক্সা প্রণয়ন এবং ১৮টি গ্যাস স্টেশনে স্ক্যাডা সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে টিজিটিডিপিএলসি এর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের আধুনিকীকরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে গত ০৫-০৫-২০২৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে জিওবি অর্থায়নের বিষয়ে সম্মতি এবং গত ৩০-০৬-২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নের বিষয়ে ছাড়পত্র/ Liquidity Certificate পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল জুলাই ২০২৪ - ডিসেম্বর ২০২৯ বিবেচনায় প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। New Development Bank (NDB), জিওবি ও টিজিটিডিপিএলসি এর নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

Natural Gas Network Capacity and Supply Efficiency Improvement Project of Titas Gas প্রকল্প:

বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির গত ১৭-১০-২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে টিজিটিডিপিএলসি কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন তিনটি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্পকে একত্রিত করে প্রস্তাবিত "Natural Gas Network Capacity and Supply Efficiency Improvement Project of Titas Gas" শীর্ষক প্রকল্প শিরোনামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক নীতিগত অনুমোদিত পিপিডিপি ২৪-০৪-২০২৪ তারিখে ইআরডি হতে New Development Bank (NDB) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে, NDB-কে কোম্পানি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল জুলাই ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৭ বিবেচনায় এ প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত তিনটি কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

ক) **কম্পোনেন্ট-১ : জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিপিএলসি এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন :** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক জয়দেবপুর মোড় হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৪-লেন বিশিষ্ট রাস্তা জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়া কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি, রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধিসহ নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এ কম্পোনেন্টের আওতায় বর্ণিত মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১৬"-২০" ব্যাসের ১৯৪ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন ও ২০" ও ২৪" ব্যাসের ৩ কি.মি. হেডার নির্মাণ, ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ০২টি নদীর ০৭টি স্থানে অতিক্রমণ, বিদ্যমান গ্রাহকদের পুনঃসংযোগের জন্য ৩/৪"-৮" ব্যাসের প্রায় ১৮ কি.মি. পাইপ লাইন নির্মাণ, ০১টি CGS নির্মাণ ও ০৩টি গ্যাস স্টেশন মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৭৫৯ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) **কম্পোনেন্ট-২: SASEC সড়ক সংযোগ প্রকল্পে ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিপিএলসি এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন:**

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক SASEC সংযোগ সড়ক প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুরের ভোগড়া বাইপাস হতে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত বিদ্যমান সড়কটিকে মাঝখানে ডিভাইডারসহ উভয়পার্শ্বে সম্প্রসারণ করে ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়া কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি, রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধিসহ নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক

সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এ কম্পোনেন্টের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১৬" ও ২০" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২২০.০২২ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন এবং ৩/৪"-৮" ব্যাসের ৭ কি.মি. সার্ভিস লাইন, ০১টি নতুন CGS/TBS নির্মাণ ও ০২ টি গ্যাস স্টেশন মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৪৩০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) কম্পোনেন্ট-৩: তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি-এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন :

তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, আরিচা, সাটুরিয়া, ধামরাই, সাভার ও তৎসংলগ্ন শিল্পবর্ধিষ্ণু এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ, এবং শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এ কম্পোনেন্টের আওতায় এলেঙ্গাস্থ জিটিসিএল কম্প্রেসর স্টেশন হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ৬২.০৫২ কি.মি. সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২২.৭৫২ কি.মি. বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ, ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ১৮টি স্থানে নদী অতিক্রমণ এবং এলেঙ্গাতে ০১ টি IMS, মানিকগঞ্জে ০১ টি CGS ও ধামরাইতে ০১ টি TBS নির্মাণ করত: মিটারিং ব্যবস্থা ও লোড ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি প্রবর্তন করাসহ প্রকল্পভুক্ত এলাকায় বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের প্রায় ২৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম

- কোম্পানির চলমান Web Based Integrated System টি Bangladesh Computer Council (BCC) -এর মাধ্যমে e-gov. Cloud G Migration হয়েছে এবং বর্তমানে e-gov. Cloud -এ চলমান আছে;
- কোম্পানির আইসিটি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য Automated Pension Module Software টি In-house প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বর্তমানে এর মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান আছে;
- মন্ত্রনালয়ের নির্দেশক্রমে কোম্পানির ওয়েব পোর্টাল বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে পুরাতন domain titasgas.org.bd হতে নতুন domain titasgas.gov.bd তে পরিবর্তিত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন হতে www.titasgas.gov.bd চলমান আছে;
- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ৪১টি ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চ থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন এবং কেন্দ্রীয় সার্ভারে গ্রাহক লেজার হালনাগাদ হচ্ছে;
- মিটারযুক্ত ও মিটারবিহীন গ্রাহকগণ বর্তমানে রকেট, নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন;
- কোম্পানিতে স্থাপিত নিজস্ব কলসেন্টার এর ১৬৪৯৬ এর নম্বরটি ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা চালু থাকে বিধায় যে কোন ব্যক্তি সরাসরি যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন অথবা যে কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন;
- কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী কর্মকর্তাদের নাম, মোবাইল নম্বর, আনুষঙ্গিক তথ্যাদি এবং গ্যাস সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বিভিন্ন তথ্য-চিত্র প্রধান কার্যালয়ের নিচ তলায় ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে;
- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভার হতে Acknowledgement SMS গ্রাহক বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে;
- ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং সফটওয়ারের মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক/অর্ধ-বার্ষিক হিসাবসহ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা সহজতর হয়েছে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে হিসাব চূড়ান্ত করা সম্ভব হচ্ছে;
- কোম্পানির ওয়েবসাইট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে হালনাগাদ ও পরিমার্জিত করা হয়;
- বিসিসি'র তত্ত্বাবধানে তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি পিএলসি এর গ্রাহক ফাইলসমূহ ডিজিটাল আর্কাইভ করার কার্যক্রম চলমান আছে;
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি পিএলসি এর শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহকদের জন্য নতুন শিল্প সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সফ্টওয়্যারটি বর্তমানে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (BIDA) এর "ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পোর্টাল" ও টিজিটিডিপিএলসি এর ওয়েব পোর্টালে চলমান আছে।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পাইপলাইন অপসারণ :

কোম্পানির উদ্যোগে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও অবৈধ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স-এর মনিটরিং এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে মোবাইল কোর্ট ও অন্যান্য অভিযান পরিচালনা করে জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়ার কারণে ৩১,০০৩টি, অবৈধ সংযোগের কারণে ২,১৭,৬৭৯টি মোট ২,৪৮,৬৮২টি (বার্ণারভিত্তিক) আবাসিক সংযোগ এবং অবৈধভাবে সংযোগকৃত ১১০টি শিল্প, ১৮৬টি বাণিজ্যিক, ৫৪টি ক্যাপটিভ এবং ৪টি সিএনজি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ সকল অভিযানসমূহে ৪১৮.৯৪ কি.মি. অবৈধ পাইপ লাইন অপসারণ করা হয়।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান

ভিজিল্যান্স ডিভিশনের কার্যক্রম:

গ্যাস কারচুপি ও অবৈধ গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে ভিজিল্যান্স ডিভিশন কর্তৃক শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক শ্রেণির গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন এবং পরিদর্শনকালে কোন অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের লক্ষ্যে বিশেষ পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি :

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টি গ্যাস বিপণন কোম্পানি স্ব-স্ব আওতাধীন এলাকায় নিজস্ব বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকের আঙ্গিনায় গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। তন্মধ্যে টিজিটিডিপিএলসি দেশে মোট উৎপাদিত ও আমদানীকৃত গ্যাসের প্রায় দুই- তৃতীয়াংশ বিপণন করছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা কর্তৃক টিজিটিডিপিএলসি'র জন্য দৈনিক গড়ে ১৬৪৩ এমএমসিএফ গ্যাস বরাদ্দের বিপরীতে দৈনিক গড়ে ১৫১৫ এমএমসিএফ গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছিল। চাহিদার তুলনায় দৈনিক গড়ে ১২৮ এমএমসিএফ গ্যাস কম সরবরাহ করা হয়। যার প্রেক্ষিতে তিতাস অধিভূক্ত এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান ছিল। তিতাস গ্যাস নেটওয়ার্কে দৈনিক প্রায় ২২০০ এমএমসিএফ চাহিদা থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে দৈনিক ১৯০০ এমএমসিএফ গ্যাস সরবরাহ করা হলে বিতরণ নেটওয়ার্কের প্রান্তিক কতিপয় এলাকা ব্যতিত অন্যান্য এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে থাকবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি:

গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সিস্টেম লস হ্রাস করার নিমিত্ত তিতাস নেটওয়ার্কে নিয়মিত অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া, লিকেজ জনিত লস হ্রাসের জন্য ভেহিক্যাল মাউন্টেড মোবাইল গ্যাস ডিটেকশন ইউনিট এবং পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টরের মাধ্যমে গ্যাস পাইপলাইন ও গ্যাস স্টেশনে ছিদ্র জরীপ ও লিকেজ মেরামত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পাইপলাইনের প্রোটেকশন সিস্টেম হিসেবে সিপি কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে।

এছাড়া, গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নয়নে এলেঙ্গা মানিকগঞ্জ ২৪" সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪ লেন মহাসড়কের উভয়পাশে উচ্চতর ক্যাপাসিটির বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪ লেন মহাসড়কের উভয়পাশে উচ্চতর ক্যাপাসিটির বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, হরিপুর-সৈয়দপুর উচ্চচাপ ও ক্ষমতার ডিষ্ট্রিবিউশন মেইন পাইপলাইন নির্মাণসহ কোম্পানির বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় নতুন গ্যাস স্টেশনসহ বিদ্যমান স্টেশন সমূহের মডিফিকেশনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আলোচ্য অর্থবছরের বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয় :

কোম্পানির বিপণন ব্যবস্থায় গ্যাসের চাহিদা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন ঘাটতি থাকায় পেট্রোবাংলার বরাদ্দ অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৫,৫২১.২০ ও ১৪,৭২৭.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার নির্ধারণ করা হয়, এর বিপরীতে প্রকৃত গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫,৬৯৮.৫৯ ও ১৪,৪৯৫.০৯ মিলিয়ন ঘনমিটার।

বিগত পাঁচ বছরের গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসংখ্যান প্রদর্শিত হল :

(এমএমসিএম)

গ্রাহক শ্রেণি	২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১		২০২১-২০২২		২০২২-২০২৩		২০২৩-২০২৪	
	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়
বিদ্যুৎ (সরকারি)	২,২৭১.৫৯	২,২২৫.৮৬	১,৯৩৭.৫২	১,৮৯৮.৪৪	১,৬৯০.৭৬	১,৬৫৬.৬৯	৩,৪২১.৫৬	৩,২৮৫.১৫	৩,৬২৩.৬৯	৩,৪৫৮.৬০
বিদ্যুৎ(বেসরকারি)	২,৫১৩.৬৮	২,৪৬২.৮৩	১,৭২৪.০৫	১,৬৮৯.০৩	১,৫১৪.৬৩	১,৪৮৪.০০	*	*	*	*
সার	২৬২.০১	২৫৬.৪৯	৩৮১.৬৬	৩৭৩.৭৫	৩১৬.৬৮	৩১০.০৪	২২৮.৭৪	২১৫.৬৮	৫৩০.৮৫	৫০৭.১৮
শিল্প	৩,৬৮৭.৬৬	৩,৬১৩.৯১	৪,৩৩০.৫৩	৪,২৪৩.৯৮	৪,৫৩৪.৭৪	৪,৪৪৩.৪৩	৪,২৩৯.৪৩	৪,০৭৫.২৬	৪,০২৪.৫৫	৩,৮৪২.০০
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৩,৫২৩.৫৫	৩,৪৫৩.০৮	৪,৬৭২.৬৭	৪,৫৭৯.৩০	৪,৮৮৭.৭৭	৪,৭৮৯.৭৯	৪,৫০৪.২১	৪,৩৩০.২৮	৪,২৬৮.৯২	৪,০৭৬.৪৩
সিএনজি	৫৮১.৫৪	৫৬৯.৯৩	৫৩২.৪৪	৫২১.৮১	৫৮২.১০	৫৭০.৪৪	৬৯০.৬৫	৬৬৩.১৬	৭৫৮.০০	৭২৩.৫২
বাণিজ্যিক	৯২.৪৪	৯০.৫৯	৭৮.৫১	৭৬.৯৫	৮০.১৭	৭৮.৫৬	৭৫.৪০	৭২.৪১	৬৮.২৩	৬৫.১৯
আবাসিক	২,৪৮৩.০৬	২,৪৩৪.৭১	২,৫২৫.৪২	২,৪৭৫.০১	২,৩৭১.৪২	২,৩২৩.৯৪	২,১০৫.৩২	১,৮১৭.৪৭	২,৪২৪.৩৪	১,৮২২.১৭
মোট	১৫,৪১৫.৫৫	১৫,১০৭.৪০	১৬,১৮২.৮০	১৫,৮৫৮.২৭	১৫,৯৭৮.২৭	১৫,৬৫৭.২৯	১৫,২৬৫.৩১	১৪,৪৫৯.৪১	১৫,৬৯৮.৫৯	১৪,৪৯৫.০৯

*জুলাই ২০২২ সাল থেকে তিতাস গ্যাস বিইআরসি'র আদেশ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশনা অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহারের প্রত্যয়ন পত্র (Breakdown Certificate) তৈরি করছে। ঐ সময়ে, বিদ্যুৎ (বেসরকারি) গ্রাহক শ্রেণি ক্যাপটিভ পাওয়ার রেট হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে, ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রাইভেট পাওয়ার ক্যাটাগরি অপসারণ করে তা ট্যারিফ রেট অনুযায়ী পাওয়ার, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও শিল্প ক্যাটাগরির অধীনে দেখানো হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে ০.১৬ এমএমসিএম গ্যাস নিজস্ব অপারেশনাল কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ১৫,৬৯৮.৫৯ এমএমসিএম গ্যাস হতে উক্ত নিজস্ব ব্যবহারসহ মোট বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ ১৪,৪৯৫.০৯ এমএমসিএম বাদ দিয়ে সিস্টেম লস হিসাব করা হয়েছে। আলোচ্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সিস্টেম লসের পরিমাণ ৭.৬৭% (বিইআরসি কর্তৃক অনুমোদিত গ্রহণযোগ্য সিস্টেম লস ২%)।

আর্থিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি এখন আলোচ্য অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি ।

রাজস্ব ও আদায় :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানি তার গ্রাহক প্রান্তে মোট ১৪,৪৯৫.০৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করে ৩৪,২৬৪.৯৩ কোটি টাকা এবং মিটার ভাড়া, ডিমান্ড চার্জ, গ্যাসের তাপন মূল্য ও সারচার্জসহ সর্বমোট ৩৫,৪৭২.০৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে, যার পরিমাণ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২৬,৩৮৭.১২ কোটি টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৫,৪৭২.০৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের বিপরীতে বকেয়া রাজস্বসহ ৩০,৭২০.৯৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে, যা পাওনার তুলনায় ৪,৭৫১.০৯ কোটি টাকা কম।

বকেয়া রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযান

আর্থিক ফলাফল :

পূর্ববর্তী অর্থবছরের সঙ্গে তুলনামূলক আর্থিক ফলাফলের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০২৩-২০২৪	২০২২-২০২৩	(হ্রাস)/বৃদ্ধি
পরিশোধিত মূলধন	৯৮৯.২২	৯৮৯.২২	-
শেয়ার মানি ডিপোজিট	৩৫১.৬১	২৮২.৭৫	৬৮.৮৬
রিজার্ভ ফান্ড	৮০.৯১	৮১.০৪	(০.১৩)
রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস	৩,৩৩৬.৫৯	০	৩,৩৩৬.৫৯
রাজস্ব সঞ্চিতি	৪,৯৫০.৬৬	৫,৭৪৪.২০	(৭৯৩.৫৪)
দীর্ঘমেয়াদী দায়	৪,৯৭৫.৪২	৩,৭৯৫.১২	১,১৮০.৩০
চলতি দায়	২০,৩৮৪.৮৮	১৩,৭০০.১১	৬,৬৮৪.৭৭
স্থায়ী সম্পদ	১১,০৯৭.৭৪	৬,৫৩১.৩৯	৪,৫৬৬.৩৫
চলতি সম্পদ	২৩,৯৭১.৫৬	১৮,০৬১.০৫	৫,৯১০.৫১
বিক্রয় ও অন্যান্য পরিচালনা আয়	৩৫,৬৯২.৯২	২৬,৫০৮.৮৪	৯,১৮৪.০৮
বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্য	৩৫,৩৬৫.৪৫	২৬,৩৫০.৪৮	৯,০১৪.৯৭
মোট লাভ	৩২৭.৪৬	১৫৮.৩৬	১৬৯.১০
প্রশাসনিক খরচ	৬০৫.৩৭	৬৮১.৪৫	(৭৬.০৮)
ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ	২৩.০৬	১৫.২১	৭.৮৫
সুদ খাতে আয় (নীট) ও অপরিচালনা আয়	৪০৮.৮৫	৩১৪.৭৮	৯৪.০৭
করপূর্ববর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)	১২৮.১৫	(১৭৭.৯০)	৩০৬.০৫
আয়কর খরচ	৮৭২.২৩	(১২.৭৬)	৮৮৪.৯৯
করপরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)	(৭৪৪.০৮)	(১৬৫.১৪)	(৫৭৮.৯৪)
শেয়ার প্রতি আয়/(ক্ষতি) (টাকা)	(৭.৫২)	(১.৬৭)	(৫.৮৫)

আলোচ্য অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণ ও জিওবি ঋণের বিপরীতে শেয়ার মানি ডিপোজিট খাতে ৭১.১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে বিগত অর্থবছর হতে ২.৩৩ কোটি টাকা সমন্বয় থাকায় সামগ্রিকভাবে শেয়ার মানি ডিপোজিট ৬৮.৮৬ কোটি বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫১.৬১ কোটি টাকায় উপনীত হয়েছে।

কোম্পানির Assets Revaluation এবং Fixed Assets Register প্রস্তুতের জন্য মনোনীত প্রতিষ্ঠান ACNABIN Chartered Accountants and ZA Capital Advisory এর দাখিলকৃত প্রতিবেদন ৮৫৫তম পরিচালকগুলীর সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য ৩,৯২৬.২২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যার মধ্যে Land এর মূল্য ৩,৯১২.২৮ কোটি টাকা ও Building এর মূল্য ১৩.৯২ কোটি টাকা এবং ওয়াটার সার্ভিসেস এর মূল্য ০.০২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। IAS-১২ অনুযায়ী Deferred Tax এর দায় বাবদ ৫৮৯.৬৩ কোটি টাকা সমন্বয় করায় রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস বাবদ ৩,৩৩৬.৫৯ কোটি টাকা ইকুইটি খাতে দায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোম্পানির ২০২২-২৩ অর্থবছরে লভ্যাংশ বাবদ ৪৯.৪৬ কোটি টাকা Revenue reserve হতে স্থানান্তর এবং চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নীট ক্ষতি ৭৪৪.০৮ কোটি টাকা Revenue reserve এর বিপরীতে সমন্বয় হওয়ায় সামগ্রিকভাবে Revenue reserve ৭৯৩.৫৪ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫,৭৪৪.২০ কোটি টাকা থেকে ৪,৯৫০.৬৬ কোটি টাকা হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের মধ্যে স্থানীয় ও বৈদেশিক ঋণ ৭৪.১২ কোটি টাকা, গ্রাহক জামানতের পরিমাণ ৪৩৬.১৯ কোটি টাকা, Retirement obligations-এর দায় ৬৫.৭৫ কোটি টাকা, Depreciation Fund এর দায় ২৮.১৩ কোটি টাকা ও Deferred Tax Liability খাতে ৫৭৯.৯৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, Leave Pay খাতে ৩.৮৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সামগ্রিকভাবে এ খাতে ১,১৮০.৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, কোম্পানির ৮৪০তম বোর্ড সভায় "অবচয় তহবিল নীতিমালা-২০২৩" অনুমোদিত হয়। ক্রমপুঞ্জ অবচয় হতে ইতোমধ্যে ৪৭৫.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নীট সুদ বাবদ আয় ২৮.১৩ কোটি টাকা কোম্পানির আয়ে না দেখিয়ে উক্ত Fund-এর নীতিমালা অনুযায়ী 'Depreciation Fund'- এ হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে ও পরবর্তীতে মে ২০২৪ মাসে গ্যাসের মূল্য উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্যাস ক্রয়ের বিপরীতে দেনা ৫,৭৩৮.৯৮ কোটি টাকা, Provision for income tax খাতে ৮৮১.৯১ কোটি টাকা ও অন্যান্য চলতি দেনা ৬৪.৯১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিকভাবে চলতি দায় মোট ৬,৬৮৪.৭৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি সম্পদ ৫,৯১০.৫১ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে Trade receivables খাতে ৪,৭২৭.২৫ কোটি টাকা, Advances, Deposits and prepayments খাতে ৮১৮.০৫ কোটি টাকা, নগদ ও ব্যাংক খাতে ২৯.৪৯ কোটি টাকা, Inventory খাতে ৯৭.৮৮ কোটি টাকা ও অন্যান্য চলতি সম্পদ খাতে ২৩৭.৮৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, Trade receivables খাতে bulk Customer (সরকারি বিদ্যুৎ, বেসরকারি বিদ্যুৎ, সার) এর বিপরীতে ৪,২৬৪.৮৬ কোটি টাকা বকেয়া এবং Non-bulk Customer (সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক) এর বিপরীতে ৪৬২.৩৯ কোটি টাকা বকেয়া বৃদ্ধি হওয়ায় সামগ্রিকভাবে Trade receivables ৪,৭২৭.২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩৩.৫৯ ও ৩৬.০৮ এমএমসিএম বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্যাসের মূল্য (ফেব্রুয়ারি'২০২৪ ও মে'২০২৪ মাসে বিদ্যুৎ রেট ও ক্যাপটিভ পাওয়ার রেট বৃদ্ধি) বৃদ্ধির কারণে গ্যাস বিক্রয় রাজস্বের পরিমাণ (অপারেশনাল আয়সহ) ও গ্যাস ক্রয় খরচের পরিমাণ যথাক্রমে ৯,১৮৪.০৮ ও ৯,০১৪.৯৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Meter rent, Higher Heating charge, Demand charge, Penalties and fines against metered customers খাতে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিক অপারেশন আয় বাবদ ৪০৭.১৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, System Loss বৃদ্ধি এবং গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় System Loss এর সাথে বিজড়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও অপারেশনাল আয় ৪০৭.১৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে মোট লাভ ১৫৮.৩৬ কোটি টাকা হতে ১৬৯.১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৭.৪৬ কোটি টাকা হয়েছে।

কু-ঋণ সঞ্চিতি ৫১.৩৭ কোটি টাকা ও অবচয় খরচ ২২.৮৪ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, Impairment Loss ২১.৯৭ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক খরচ ৭৬.০৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ ৭.৮৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোট লাভ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং একই সাথে পরিচালনা ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বর্ণিত সময়ে কোম্পানির গত অর্থবছরের তুলনায় নিট পরিচালনা ক্ষতির পরিমাণ ২১৮.৭৪ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ২৭৩.৯৫ কোটি টাকা হয়েছে। স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি

পাওয়া এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বিনিয়োগের উপর সুদের হার উন্মুক্ত করায় সুদের হার কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় নন অপারেশনাল আয় ৯৪.০৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৮.৮৫ কোটি টাকায় উপনীত হয়েছে।

আলোচ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে করপূর্ব লাভের পরিমান ১২৮.১৫ কোটি টাকা (২০২২-২৩ অর্থবছরে করপূর্ব ক্ষতি ছিল ১৭৭.৯০ কোটি টাকা)।

আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা-১৬৩-এর ৩(ক) অনুযায়ী "গ্যাস সঞ্চালন বা বিতরণের সহিত সম্পৃক্ত কোন কোম্পানি" ন্যূনতম করের আওতায় না থাকায় অতিরিক্ত কর্তনকৃত আয়কর রিফান্ড দাবী করার সুযোগ ছিল। অর্থ আইন ২০২৪-এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী "২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৬৩ এর সংশোধনীর মাধ্যমে (৩) এর দফা (ক) বিলুপ্ত হওয়ায় গ্যাস বিতরণ কোম্পানি হিসাবে তিতাস গ্যাস ন্যূনতম করের আওতায় আসে। ফলে, করদায় ও উৎসে কর্তনকৃত আয়কর এর মধ্যে যেটি বেশি সেটি চূড়ান্ত/ন্যূনতম আয়কর হিসাবে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায়, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী করদায় ৩৮.৫৬ কোটি টাকা ও উৎসে কর্তনকৃত ৮১৮.৯৫ কোটি টাকা আয়কর এর মধ্যে উৎসে কর্তনকৃত আয়কর বেশি হওয়ায় উৎসে কর্তনকৃত আয়কর ৮১৮.৯৫ কোটি টাকা চূড়ান্ত আয়কর হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, ৫৩.২৮ কোটি টাকা (২০২২-২০২৩ অর্থবছরের করদায় ৬২.৯৫ কোটি টাকা ও Deferred Tax ৯.৬৭ কোটি টাকা) করদায় সমন্বয়ের ফলে আয়কর খরচ বাবদ ৮৭২.২৩ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে আলোচ্য অর্থবছরে করোত্তর নীট ক্ষতির পরিমাণ ৭৪৪.০৮ কোটি টাকা (২০২২-২৩ অর্থবছরে করোত্তর ক্ষতি ছিল ১৬৫.১৪ কোটি টাকা)। ফলে, বিগত বছরের শেয়ার প্রতি ক্ষতি (১.৬৭) টাকা হতে আলোচ্য অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ক্ষতি (৭.৫২) টাকা হয়েছে।

করপূর্ব ও কর পরবর্তী নিট মুনাফা:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির করপূর্ববর্তী লাভ ও করপরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ১২৮.১৫ কোটি টাকা ও (৭৪৪.০৮) কোটি টাকা। গত অর্থবছরে করপূর্ববর্তী ও করপরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে (১৭৭.৯০) কোটি টাকা ও (১৬৫.১৪) কোটি টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ক্ষতি (৭.৫২) টাকা। গত অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ক্ষতি ছিল (১.৬৭) টাকা।

লভ্যাংশ :

কোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ৫% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ঘোষিত লভ্যাংশের পরিমাণ ০.৫০ টাকা।

আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষকের মন্তব্য :

a. Long-term liabilities as disclosed in note # 26 to the financial statements include customers' security deposit of Tk. 3,383.84 crore as at 30 June 2024. The Head Office of the Company maintains control ledgers with the information received from Zone offices. But during our audit at Zone offices, out of the said amount we could not confirm the amount of Tk. 64.91 crore with the records of Zone offices as these offices' general ledgers were not updated. Further, any list, address or any other particulars of the parties could not be made available to us. As a result, we could not ensure accuracy of the balances from the records of the Zone offices as well as sending balance confirmation letters to the parties.

b. Due to delay in payment of bills by the bulk customers, the Company calculates and charges penal interest on the bill amounts of the respective customers. As such a total amount of Tk. 139.28 crore has been recognized as interest income up to 30 June 2024 and included in Trade Receivables shown in note # 11. On the other hand, the Company accounted for meter rent/service charge and demand charge on its customer namely, Bangladesh Power Development Board (BPDB) for Tk. 222.69 crore and demand charge on Electricity Generation Company of Bangladesh Limited (EGCBL) for Tk. 29.55 crore up to the financial year 2023-2024. Further, the Company accounted for another income of Higher Heating Value (HHV) from EGCBL amounting to Tk. 38.84 crore up to

the financial year 2023-2024. The Company has been recognizing these income as well as receivables since the year 2002. Out of the said aggregated amount of Tk. 430.36 crore, there is no realization till date. On a query we came to know that the said customers are not interested to pay such penal interest as well as meter rent/ service charge, demand charge and higher heating value which remained unrealized since long. As a result, there is a substantial doubt as regards to the realization of the said penal interest, meter rent/service charge, demand charge and higher heating value receivable which require full provision in the financial statements of the Company. 2 In addition, note # 11 to the financial statements includes Provision for bad and doubtful debts amounting to Tk. 927.38 crore from non-bulk customers as at 30 June 2024 which was determined at the rate of 5% on increased amount of only non-bulk trade receivables during the year for which necessary Board resolution as well as approval from BPDB for such decision was given. But trade receivables balance of more than 03 (three) years' outstanding from bulk customers stood at Tk. 6,590.48 crore as at 30 June 2024, which is 45% of total trade receivables of the Company for which no provision was kept thereof.

c. Required provision for pension fund of the eligible employees of the Company as at 30 June 2024 was Tk. 1,092.60 crore as per actuarial valuation done by M/s. AIR Consulting Limited. As on the said date the Company's kept provision for the pension fund as disclosed in note # 24.1 to the financial statements was only Tk. 316.56 crore resulting in a shortfall of provision for Tk. 776.04 crore for the said fund. Though the Company as per decision taken by the Board of Directors has been maintaining provision for pension fund for Tk. 100.08 crore every year, still the Company has shortfall of provision for pension fund as per the actuary valuation.

d. Receivable from Encashment of FDR for Tk. 58.61 crore as disclosed in note # 14 represents investment in Fixed Deposit Receipt (FDR) with Padma Bank Limited (formerly known as "The Farmers Bank Limited"). Because of weak credit worthiness of the said bank there is a substantial doubt as regards to the realization of the said investment which required full provision in the financial statements. But necessary provision in this regard has not been made in the financial statements of the Company.

e. The carrying amount of inventories as disclosed in note # 10 to the financial statements of the Company as at 30 June 2024 is Tk. 397.02 crore. But the accounting policies of the Company state that inventories are valued at cost which is a non-compliance with International Accounting Standard (IAS) 2: Inventories. IAS 2 requires valuation of inventories at the lower of cost and net realizable value. Physical verification of inventories done by the inventory committee as at 30 June 2013 identified dead stock worth Tk. 10.44 crore and obsolete stock worth Tk. 3.33 crore at that time, but no adjustments in respect of this verification were given in the financial statements for these items. Further, the Company has not made any further physical verification of inventories up to the financial year 2023-2024. As alternative procedures, we conducted physical verification of inventories of the Company as at 30 June 2024 and identified dead stock worth Tk. 31.37 crore and obsolete stock worth Tk. 4.62 crore. As a result, the carrying amount of inventories of the Company as at 30 June 2024 included huge quantities of dead stock and obsolete stock, and appears to be overstated for Tk. 35.99 crore.

f. As per subsidiary loan agreement (SLA) between the Government of the Republic of Bangladesh and Titas Gas Transmission and Distribution PLC. (TGTDPLC), the Company has received Tk. 351.62 crore as equity and recognized it as Share Money Deposit as disclosed in note # 17 to the financial statements. As per Gazette Notification No. ১৪৬/এফআরসি/প্রশাঃ/প্রজ্ঞাপন/২০২০/০১ dated 02 March 2020 issued by the Financial Reporting Council (FRC), the capital received as Share Money Deposit or whatever the name which is included in the Equity part of any company that cannot be refunded and the amount shall be converted into share capital within 06 (six) months from the date of such receipt. Further, such Share Money Deposit shall be considered in calculation of Earnings per Share (EPS). However, the outstanding amount of such Share Money Deposit which was not converted into share capital and considered in the calculation of EPS of the Company as per the instruction given by FRC stands at Tk. 317.42 crore as at 30 June 2024.

g. As per decision taken by the Board of Directors in their 840th Meeting dated 08 October 2023, the Company established a policy on Accumulated Depreciation Fund which will be maintained by a separate Board of Trustees. Any types of fund, i.e. Accumulated Depreciation Fund, Depreciation Fund, should be established from the transfer of retained earnings of a Company, not from the cash balance. Considering the said policy,

the Company also invested in Fixed Deposit Receipt 3 (FDR) for the purpose of Accumulated Depreciation Fund amounting to Tk. 475.00 crore as disclosed in note # 7 to the financial statements and the Depreciation Fund amounting to Tk. 28.13 crore as disclosed in note # 23 to the financial statements without recognizing the said interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income which resulted understatement of net profit of the Company for the year ended 30 June 2024. The said policy is not appropriate as per Para 30 & 31 of IAS 16: Property, Plant and Equipment and should be revised.

h. Note # 49 to the financial statements, which disclosed the Company's related party transactions amounting to Tk. 5,395.42 crore during the year ended 30 June 2024 as per IAS 24: Related Party Disclosures. We sent direct balance confirmation letters to the inter-companies, but the companies did not send any response to our confirmation letters. As a result, it casted substantial doubt as regards to the accuracy of balances so disclosed in the financial statements.

Emphasis of Matter :

i) Note # 8 and 49 to the financial statements, which describes that the Company issued loans to Gas Transmission Company Limited (GTCL) and Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX) amounting to Tk. 929.95 crore and Tk. 58.50 crore respectively. These two companies are related parties to TGTDPLC. Some of the Directors of TGTDCL are also the Directors of these two companies. But as per BSEC Order No. SEC/CMMRRCD/2006- 159/Admin/02-10 dated 10 September 2006, loan to such companies could not be given without approval of the shareholders in general meeting. The Company did not obtain approval from AGM for giving such loans. However, the Company had to give those loans to GTCL and BAPEX as per decisions of the government to implement various energy projects of those companies/government under the approval of ECNEC and Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the Government of Bangladesh.

ii) Provision for Income Tax as disclosed in note # 30 to the financial statements represents that the National Board of Revenue (NBR) claimed Tk. 4,801.42 crore from TGTDPLC on account of income tax liabilities on net income of the Company for the years from AY 2009-10 to AY 2022-23 in respect of which the Company has kept a total provision for Tk. 1,668.46 crore only up to 30 June 2024. However, the Company filed to the competent authorities against the demand of NBR and outcomes of the appeals are yet to be known.

iii) Note # 15 to the financial statements, which states that the Company has cash at bank balance amounting to Tk. 2341.33 crore as at 30 June 2024 comprising 171 no. of collection and mother/operational accounts. Out of the said 171 no. of bank accounts, 55 no. of collection accounts amounting to Tk. 33.34 crore and 13 no. of mother/operational accounts amounting to Tk. 15.89 crore were not reconciled as at 30 June 2024.

iv) Retirement benefit obligations as disclosed in note # 24 to the financial statements include Pension Fund of Tk. 316.56 crore, Gratuity Fund of Tk. 0.57 crore and General Provident Fund of Tk. 110.36 crore. IAS 19: Employee Benefits stated that assets and liabilities of funds should not be recognized in the Company's financial statements if they are controlled by the trustees and not the Company. However, the said funds have separate board of trustees as well as bank accounts, but are recognized in the financial statements of the Company.

নিরীক্ষকের উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোম্পানির বক্তব্য:

(a) গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত নগদ জামানত জাবেদার মাধ্যমে হিসাব বিভাগের সাধারণ খতিয়ানে হিসাবভূক্ত করা হয়। ৩০-০৬-২০২৪ তারিখে নগদ জামানতের সাধারণ খতিয়ানের জের ৩,৩৮৩.৮৩ কোটি টাকা। বর্ণিত নগদ জামানতের বিপরীতে বাল্ক গ্রাহকের গ্রাহক ওয়ারী জামানত শিডিউল ২৮৯.১৩ কোটি টাকা মিলকরণ আছে। অবশিষ্ট নন-বাল্ক গ্রাহকদের নগদ জামানত ৩,০৯৪.৭০ (৩,৩৮৩.৮৩-২৮৯.১৩) কোটি টাকার বিপরীতে জোন ও জোবিঅ সমূহের জামানত সিডিউল-এর জের ৩,০২৯.৭৯ কোটি টাকা। ফলে, হিসাব বিভাগে রক্ষিত সাধারণ খতিয়ানের সাথে জোন ও জোবিঅ সমূহের জামানত সিডিউল ৬৪.৯১ কোটি টাকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্ণিত পার্থক্য মিলকরণের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(b) আলোচ্য পর্যবেক্ষণে বিদ্যুৎ, সার শ্রেণি ও পাওয়ার প্রাইভেট গ্রাহকের নিকট সুদ বাবদ পাওনা ১৩৯.২৮ কোটি টাকা, পিডিবি'র নিকট ডিমান্ড চার্জ, সার্ভিস চার্জ/মিটার রেন্ট/আরএমএস রেন্ট বাবদ ২২২.৬৯ কোটি টাকা, ইজিসিবি'র নিকট ডিমান্ড চার্জ বাবদ ২৯.৫৫ কোটি টাকা ও উচ্চতাপন মূল্য (HHV) বাবদ ৩৮.৮৪ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৪৩০.৩৬ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে । পিডিবি, বিসিআইসি, ইজিসিবি ও পাওয়ার প্রাইভেট গ্রাহকদের নিকট উল্লিখিত পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে পত্র যোগাযোগ, টেলিফোনে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাগাদা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(c) তিতাস গ্যাস কর্মচারী অবসর ভাতা তহবিলের দায় নিরুপণের নিমিত্তে নিয়োগকৃত Actuary প্রতিষ্ঠান Air Consulting Limited কর্তৃক দাখিলকৃত Actuarial Valuation Report মোতাবেক ৩০.০৬.২০২০ তারিখে অবসর ভাতা তহবিলে দায়ের পরিমাণ ১,০৯২.৬০ কোটি টাকা। যার বিপরীতে সম্পত্তির পরিমাণ ৯২.০০ কোটি টাকা ছিল। অবসর ভাতা তহবিলের নীট ঘাটতির পরিমাণ ১,০০০.৬০ কোটি টাকা নির্ধারণ হয়।

Actuary প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ মোতাবেক ঘাটতি অর্থ সংস্থানের জন্য গত ০৯.১১.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকমন্ডলীর ৮০১তম বোর্ড সভায় উত্থাপন করা হয়। বোর্ড উক্ত তহবিলের ঘাটতি পূরনের লক্ষ্যে Actuary প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক ''২০২১-২২ অর্থবছর হতে আগামী ১০(দশ) বছরে মূলবেতনের ৩৮.৬০% সহ প্রতিমাসে ৮.৩৪ কোটি টাকা কোম্পানি রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভূক্তিপূর্বক অবসরভাতা তহবিলে অর্থ স্থানান্তরের অনুমোদন প্রদান করে"। অনুমোদন অনুযায়ী উক্ত দায় পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা আগামী জুন'২০৩১ সালে এ ঘাটতি শেষ হবে।

(d) কোম্পানির কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুসারে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত মেয়াদে পদ্মা ব্যাংকে (পূর্বের ফার্মার্স ব্যাংক লিমিটেড) স্থায়ী আমানত হিসাবে মোট ৫৩.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিলো এর স্থিতি ৩০-০৬-২০২৪ পর্যন্ত সুদসহ ৫৮.৬১ কোটি। ব্যাংক থেকে বকেয়া পুনরুদ্ধারের ইস্যুতে ২৮-০১-২০২১ তারিখের ৭৯০তম বোর্ড সভার নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে : পরিচালনা পর্ষদ-কে পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডের পাঁচটি শাখায় যা পূর্বে ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড নামে পরিচিত এফডিআর হিসাবে বিনোয়োগের বিপরীতে অবশিষ্ট সমস্ত বকেয়া নগদীকরণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো। পরিচালনা পর্ষদ, পেট্রোবাংলার এফডিআর এবং অধীন সংস্থাগুলির সমস্ত বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ৭৯০তম সভার সিদ্ধান্তগুলো কার্যকর করার জন্য, পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) কে উদ্দেশ্য করে একাধিক চিঠি পাঠানো হয়েছিলো (যার রেফারেন্স নং-২৮. ১৩. ০০০০. ৩৪৯. ১৮. ০০২. ২১. ১৯; ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.১৮.০০২.২১.৬০; এবং ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.১৮.০০২.২১.১৯.১৯১ যথাক্রমে ১৬-০৩-২০২১,২৪-০৫-২০২১ এবং ২৫-১০-২০২১ তারিখে)। এ বিষয়ে উল্লেখিত স্থায়ী আমানত নগদীকরণের অনুরোধ জানিয়ে পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে (রেফারেন্স নং ২৮.১৩. ০০০০.৩৪৯.১৮.৮১৬; তারিখ: ১২-০৩-২০২৩ এবং ২৮. ১৩.০০০০.৩৪৯.৩৬.০০২.২২.১৯৪; তারিখ: ১৩-০৭-২০২৩ ২৮. ১৩. ০০০০. ৩৪৯. ৩৬. ০০২. ২২.২৬৬; তারিখ: ০৪-০৮-২০২৪, ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.৩৬.০০২.২২.৩৭০; তারিখ: ২৭-১০-২০২৪)

(e) কোম্পানির প্রশাসন বিভাগের স্মারকলিপি সূত্র নং-প্রশাসন/ইনকো এন্ড কমিটি/২০০২/০৪/১৪/ ১৬০/১৪৬১ তারিখ: ২৪.০২.২০২৪ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি কোম্পানির ডেমরাস্থ ভান্ডারে দীর্ঘদিনের পুরাতন ব্যবহার অনুপযোগী ৯,৮১৫টি আইটেমের পাইল ম্যাটেরিয়ালস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি'কে Dead Stock উল্লেখ করে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণপূর্বক Write Off করার জন্য সুপারিশ করে। উল্লেখ্য উক্ত ৯৮১৫টি আইটেমের Book Value প্রায় ১০.৪৪ কোটি টাকা। বিষয়টি পুন: যাচাই-বাছাইয়ের জন্য স্মারক নং- ২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.১৯.৩৬৪/ ৪০৬, তারিখ: ০৫.১১.২০১৯ মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করা হয় যা পরবর্তীতে সংশোধন করা হয়। সংশোধিত স্মারক নম্বর-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০৪৯.২১.৭৫, তারিখ: ২৪.০৫.২০২১। কমিটি মালামালসমূহকে Current Assets বিবেচনা করে Depreciation/অবচয় মূল্য ধার্য করে। তদানুযায়ী বাজার মূল্য বিবেচনায় নিয়ে মালামালসমূহের Book Value ১০.৪৪ কোটি টাকার স্থলে ১,৬৪,৫৮,১১৪.৮০ নির্ধারণ করে Write Off করার জন্য সুপারিশ করে। তদপ্রেক্ষিতে মালামালসমূহকে Write Off ঘোষণাকরণ ও নিস্পত্তির লক্ষ্যে স্মারকলিপি সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.২২.৮৮, তারিখ: ২২/০২/২০২২ মারফত ০২ জন বহি:সদস্যের সমন্বয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশক্রমে মালামালসমূহকে গ্রুপভিত্তিক পৃথকীকরণের মাধ্যমে একক ও সামষ্টিক ওজন ও মূল্য নির্ধারণের জন্য ২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.২৩.১৭৭, তারিখ:

২৩.০৩.২০২৩ তারিখে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। Qualified Opinion এ Dead Stock ৩১.৩৭ কোটি এবং Obsolete Stock হিসেবে ৪.৬২ কোটি টাকা উল্লেখ করলেও কোম্পানির পাইপ ও বেন্ডসমূহের মধ্যে যে সমস্ত পাইপ ও বেন্ড ব্যবহার অনুপযোগী তা নির্ধারণের জন্য কোম্পানির গুণগতমান স্থায়ী কমিটি কাজ করছে। ইতোমধ্যে আংশিক প্রতিবেদন দাখিল করেছে। অতি শীঘ্র পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে জানা যায়।

(f) জুন ২০২৩ পর্যন্ত Deposit for Share Money হিসেবে জমাকৃত ২৮২,৭৪,৭৪,৬০৫.০০ (দুইশত বিরাশি কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত পাঁচ) টাকা Irredeemable Non-Cumulative Preference Share ইস্যুর লক্ষ্যে, আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডকে ইস্যু ম্যানেজার ফার্ম হিসাবে নিয়োগের জন্য তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি-এর পরিচালকমন্ডলীর ৮৫৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদন দিয়েছে। তারপর এই বিষয়ে EGM আয়োজনের জন্য কোম্পানির ৮৪৮তম বোর্ড সভায় অনুমোদন দেওয়া হয় এবং ২০ মার্চ, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত EGM-এ প্রস্তাবটি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এর পরে, ইস্যু ম্যানেজমেন্ট ফার্ম এর সাথে পরামর্শ করে Memorandum and Articles of Association সংশোধনের কাজ করা হয়েছে এবং তাদের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। অবশেষে, ০৩-১০-২০২৪ তারিখে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি রুপান্তর প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে BSEC কাছে IM (Information Memorandum) জমা দেওয়া হয়েছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

(g) তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি এর "অবচয় তহবিল, ২০২৩" নীতিমালা পরিচালকমন্ডলীর ৮৪০তম সভায় অনুমোদন হয়। উক্ত নীতিমালা অনুসারে গঠিত তহবিলটি একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে কোম্পানি ৪৭৫ কোটি টাকা অবচয় তহবিল হিসাবে (এফডিআর) বিনিয়োগ করেছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী অবচয় তহবিলের বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা দ্বারা তহবিল বৃদ্ধি পাবে। সে মোতাবেক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবে অবচয় তহবিল বিনিয়োগ হতে সৃষ্ট আয় ২৮.১৩ কোটি টাকা কোম্পানির আয় হিসাবে Profit or loss and other comprehensive income Statement এ প্রদর্শন না করে অবচয় তহবিলের সাথে যোগ করে স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করা হয়েছে।

কোম্পানির বহি:নিরীক্ষক ACNABIN Chartered Accountants ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অবচয় তহবিল বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট মুনাফা ২৮.১৩ কোটি টাকা তহবিলের সাথে যোগ করে প্রদর্শন করার বিষয়ে Qualified Opinion প্রদান করেছে। বহি:নিরীক্ষক মুনাফা বাবদ সৃষ্ট উক্ত ২৮.১৩ কোটি টাকা কোম্পানির আয় হিসাবে বিবেচনা করতে হবে বলে মন্তব্য করেছে।

বহি:নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত Qualified Opinion এর বিষয়ে ২০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি এর অডিট কমিটির ৬৭তম সভায় "অবচয় তহবিল নীতিমালা-২০২৩" IAS ও IFRS অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধনের লক্ষ্যে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উত্থাপনের জন্য অর্থ ডিভিশনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুসারে "অবচয় তহবিল নীতিমালা-২০২৩" এ IAS ও IFRS অনুযায়ী সংশোধনী আনয়নের লক্ষ্যে যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(h) কোম্পানির আর্থিক বিবরণী নোট ৪৯ এ রিলেটেড পার্টির ডিসক্লোজার দেখানো হয়েছে। রিলেটেড পার্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে পেট্রোবাংলা, রেগুলেটরী সংস্থা হিসাবে বিইআরসি এবং আন্ত: কোম্পানি হিসাবে বাপেক্স, বিজিএফসিএল, জিটিসিএল, আরপিজিসিএল অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানি গ্যাস ক্রয় খরচের খাত পেট্রোবংলার নিকট এলএনজি চার্জ, আইওসি গ্যাসের নীট চার্জ, এলএনজি ও আইওসি গ্যাসের মূসক, জিডিএফ চার্জ, ইএসএফ চার্জ, পেট্রোবাংলা মার্জিন, বাপেক্স এর নিকট বাপেক্স মার্জিন, বাপেক্স ফিল্ড কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের মূসক ও আন্ত: কোম্পানির ঋণ , বিজিএফসিএল এর নিকট ওয়েলহেড মার্জিন ও বিজিএফসিএল ফিল্ড কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের মূসক, জিটিসিএল এর নিকট ট্রান্সমিশন চার্জ ও আন্ত: কোম্পানির ঋণ, বিইআরসির নিকট বিইআরসি গবেষণা চার্জ এবং আরপিজিসিএল এর নিকট এলএনজি অপারেশনাল চার্জসমূহের হিসাব দেখানো হয়েছে। গ্যাসের ক্রয় মূল্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত গ্যাস ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্র, বিইআরসি'র আদেশ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। সিএ ফার্ম বর্ণিত গ্যাস ক্রয় খরচের দায় ও কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত লোন-এর বিপরীতে ব্যালেন্স কনফার্মেশন লেটার প্রেরণ করলেও তার কনফার্মেশন লেটার রিলেটেড পার্টি সমূহের নিকট হতে পাওয়া যায়নি।

Emphasis of Matter-এর বিষয়ে কোম্পানির বক্তব্য :

(i) একনেক এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ খাতে জাতীয় সার্বিক উন্নয়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে GTCL ও BAPEX- কে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের সভার অনুমোদনক্রমে বর্ণিত ঋণসমূহ প্রদান করা হয়েছে।

(ii) ২০১৫-২০১৬ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী কোম্পানির উৎস কর কর্তনের সাথে করদায় সমন্বয়ের পর অতিরিক্ত উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ এনবিআর এর নিকট জমা হয়েছে। কোম্পানি প্রত্যেক অর্থবছরে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করে আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৮৯ (আয়কর অধ্যাদেশ-এর ধারা ১৪৬) অনুযায়ী উৎসে কর্তনকৃত আয়করের সাথে করদায় সমন্বয় করে অতিরিক্ত কর্তনকৃত উৎসকর রিফান্ড দাবী করে আসছে। বৃহৎ করদাতা ইউনিট কোম্পানির অতিরিক্ত উৎসে আয়কর ফেরত প্রদান না করে গ্যাস ক্রয় খরচের বিভিন্ন খাত অগ্রাহ্য করে কর নির্ধারণী আদেশ প্রদান করেন। বৃহৎ করদাতা ইউনিট কর্তৃক কর নির্ধারণী আদেশের বিপক্ষে কোম্পানি আপিল, ট্রাইবুনাল ও রেফারেন্স মামলা দায়ের করলেও আইনি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রীতার কারণে অতিরিক্ত উৎসকর ফেরত আনার বিষয়টি নিষ্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে, ২০১৫-২০১৬ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কোম্পানী কর্তৃক এনবিআর এর নিকট রিফান্ড দাবীর মামলাসমূহ আপীল, ট্যাক্সেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ও সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন মামলাসমূহের নিষ্পত্তি হওয়া সাপেক্ষে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(iii) কোম্পানি মিটারযুক্ত (শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি, বাণিজ্যিক এবং মিটারযুক্ত আবাসিক) এবং নন-মিটারযুক্ত গ্রাহকদের কাছ থেকে ৪১টি ব্যাংক এবং ৩টি এমএফএস এর মাধ্যমে অনলাইন গ্যাস বিল সংগ্রহ করছে যার মধ্যে ১০৭টি মিটারযুক্ত এবং নন-মিটারযুক্ত আদায়করণ হিসাব এবং ৬৪টি মাদার হিসাব রয়েছে। উক্ত মিটারড, নন-মিটারড এবং মাদার হিসাবের মধ্যে ৫২টি আদায়করণ হিসাব এবং ৫১টি মাদার হিসাব সর্বমোট ১০৩টি হিসাব ইতোমধ্যে মিলকরণ করা হয়েছে। মিলকরণ চলাকালীন ৫৫টি আদায়করণ হিসাব এবং ১৩টি মাদার হিসাবে System Bug পাওয়া গেছে বিধায় নির্ধারিত (৩০/০৬/২০২৪) সময়ে বর্ণিত হিসাবসমূহ মিলকরণ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, ৩০/০৬/২০২৪ তারিখের পর ৫৫টি আদায়করণ হিসাবের মধ্যে ১৫টি এবং ১৩টি মাদার হিসাবের মধ্যে ৫টি হিসাব মিলকরণ করা হয়েছে। তিতাস গ্যাস আইসিটি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলি ইতোমধ্যে সিস্টেম ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং উল্লিখিত হিসাবসমূহের মিলকরণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে যা খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(iv) Pension Fund, Gratuity Fund And General Provident Fund-কোম্পানির কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত পৃথক ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও যার হিসাব কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। Pension Fund, Gratuity Fund And General Provident Fund এর Finacial Statement IAS অনুসরণ করে কোম্পানির মূল হিসাব হতে পৃথক করার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের পরবর্তী সভায় উত্থাপন করা হবে। ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কর্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

অস্বাভাবিক লাভ/ক্ষতি :

কোম্পানির Assets Revaluation এবং Fixed Assets Register প্রস্তুতের জন্য মনোনীত প্রতিষ্ঠান ACNABIN Chartered Accountants and ZA Capital Advisory এর দাখিলকৃত প্রতিবেদন ৮৫৫তম পরিচালকমণ্ডলীর সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত দাখিলকৃত প্রতিবেদ অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য ৩,৯২৬.২২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যার মধ্যে Land এর মূল্য ৩,৯১২.২৮ কোটি টাকা ও Building এর মূল্য ১৩.৯২ কোটি টাকা এবং ওয়াটার সার্ভিসেস এর মূল্য ০.০২ কোটি টাকা। ফলে, Deferred tax সমন্বয়ের পর Revaluation Surplus বাবদ ৩,৩৩৬.৬৯ কোটি টাকা Equity খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, Furniture & Fixtures, Office Equipment, Other Equipment, Transmission & distribution lines, Vehicles and Other Assets সম্পত্তির মূল্য ২১.৯৭ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। ফলে, Impairment Loss হিসাবে ২১.৯৭ কোটি টাকা Profit or loss and other comprehensive income Statement এ দেখানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে সম্পাদিত কার্যাদি:

চলতি অর্থবছরে কোম্পানির স্বাভাবিক কার্যাবলীর অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে বহুবিধ লেনদেন সম্পন্ন করে। নিম্নে IAS- 24 অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম এবং তাদের সাথে সম্পাদিত লেনদেন সমূহের প্রকৃতির একটি বিবরণী উপস্থাপন করা হলো:

(কোটি টাকায়)

পার্টির নাম	সম্পর্ক	লেনদেনের প্রকৃতি	চলতি অর্থবছরে নীট লেনদেন	৩০.০৬.২৪ ইং তারিখের (দেনা)/পাওনা	৩০.০৬.২৩ ইং তারিখের (দেনা)/পাওনা
পেট্রোবাংলা	নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ	-	(৫,০৭৩)	(১২,২৬০)	(৭,১৮৭)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	(.৩)	(২৩)	(২৩)
বিজিএফসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	(৩১)	(১০২)	(৭১)
আরপিজিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	(৮)	(১২)	(৪)
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ট্রান্সমিশন	(১৮২)	(৩৫৯)	(১৭৭)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানি	আন্তঃ কোম্পানি লোন	(১৩)	৫৯	৭২
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	আন্তঃ কোম্পানি লোন	(৮৫)	৭১৫	৮০০
মোট			**(৫,৩৯৫)**	**(১১,৯৮৪)**	**(৬৫৮৯)**

পরিচালকমণ্ডলীর সম্মানীভাতা :

কোম্পানি বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী'কে বোর্ড সভায় উপস্থিতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রদান :

তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি পিএলসি মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান ছাড়াও সরকারি কোষাগারে নিয়মিত শুল্ক, কর পরিশোধ করে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানী ৯৩১.৭০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

বিগত পাঁচ বছরে সরকারি কোষাগারে তিতাস গ্যাসের আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(কোটি টাকা)

খাত	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
লভ্যাংশ	১৯২.৮৯	১৯২.৮৯	১৬৩.২২	৭৪.১৯	৩৭.১০
কর্পোরেট আয়কর	৩৯৫.৮১	৪৪০.৮৯	৪৪২.১৩	৫৬২.৯৫	৮১৮.৯৫
ডিএসএল	১০.৪৭	১০.১৭	৮.৬৭	২৬.৬৯	৩১.৫৭
আমদানী শুল্ক ও মূসক	৯.৭৪	১১.৬৮	২৬.৮৩	৪৩.০৯	৪৪.০৮
মোট	**৬০৮.৯১**	**৬৫৫.৬৩**	**৬৪০.৮৫**	**৭০৬.৯২**	**৯৩১.৭০**

Titas Gas Transmission and Distribution PLC
Comparative Significant Financial Information
As on 30 June 2024

Particulars	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Key financial figures					
1. Authorized Capital	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2. Paid up capital	989.22	989.22	989.22	989.22	989.22
3. Deposit for share	178.49	205.79	257.98	282.75	351.62
4. Capital Reserve	80.88	80.96	81.01	81.04	80.91
5. Revenue Reserve	5,813.57	5,907.87	6,008.26	5,744.20	4,950.66
6. Long term loan	290.40	322.68	390.07	404.93	479.05
7. Other long term liabilities	2,420.16	2,633.61	3,003.60	3,390.19	4,496.38
8. Current liabilities	8,286.87	7,919.81	7,956.45	13,700.11	20,384.88
9. Property, Plant & Equipment (at cost less Depreciation)	1,046.70	979.19	977.52	958.36	4,829.06
10. Capital Work in progress	447.29	529.03	690.41	717.43	911.75
11. Investments	2,864.43	2,380.87	3,311.29	3,609.32	4,028.19
12. Inter-Company Loan	1,193.72	1,123.25	998.47	910.21	988.45
13. Loan to Employees	321.71	314.88	289.31	336.08	340.30
14. Current assets	12,185.75	12,732.79	12,419.59	18,061.05	23,971.56
15. Net profit before tax	504.61	433.15	386.86	(177.90)	128.15
16. Net profit after tax	359.81	345.98	318.02	(165.14)	(744.08)
17. Financial ratios & others:					
a. Current ratio	1.47:1	1.61:1	1.56:1	1.32:1	1.18:1
b. Liquidity ratio	0.95:1	1.01:1	0.92:1	0.90:1	0.84:1
c. Return on Fixed Assets (%)	34.12	34.57	32.63	(16.77)	(26)
d. Debt equity ratio	04:96	04:96	05:95	05:95	5:95
e. Debt service ratio	35.94:1	35.27:1	30.11:1	(1.94):1	(18.5):1
f. Return on capital employed (%)	4.80	4.61	4.12	(2.20)	(7.30)
g. Earnings Per Share (Taka)	3.64	3.50	3.21	(1.67)	(7.52)
h. Dividend:					
Cash (%)	26%	22%	10%	5%	5%
Stock (%)	-	-	-	-	

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারেহোল্ডারগণ,

কোম্পানির সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে দৃঢ় ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর। গ্যাস সেক্টরের অগ্রদূত ও অন্যতম প্রধান বিপণন কোম্পানি হিসেবে তিতাস গ্যাস উন্নততর গ্রাহকসেবা প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে আগষ্ট ২০০৬-এ কোম্পানিতে একটি সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তন করে। এছাড়া, কোম্পানিতে কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৮ প্রবর্তন, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পদোন্নতি যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য পদোন্নতির মানদণ্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

জনশক্তি:

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০০৬ (পরবর্তীতে আংশিক সংশোধিত) অনুযায়ী মোট জনবল ৩,৭৩৬ জনের মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ১,২৪৩ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২৪৯৩ জন। সংস্থানকৃত মোট জনবলের মধ্যে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৮৯০ জন কর্মকর্তা এবং ১০৫২ জন কর্মচারী অর্থাৎ, মোট ১৯৪২ জন কর্মরত ছিলেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬০ জন কর্মকর্তা ও ৭০ জন কর্মচারী স্বাভাবিক অবসর এবং ০৪ জন কর্মকর্তা ও ০২ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭ জন কর্মকর্তা ও ০৩ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। আলোচ্য অর্থবছরে ০১ জন কর্মকর্তা ও ০৮ জন কর্মচারীসহ মোট ০৯ জন মৃত্যুবরণ করেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯৫ জন কর্মকর্তা ও ৬৫ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ অনস্বীকার্য। কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

নং	বিষয়	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
১	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত (সাধারণ, হিসাব ও কারিগরি) প্রশিক্ষণ	৫৮ টি	৩৭৫ জন
২	ডি-নথি (০১টি ব্যাচ), রিমোর্ট মিটারিং এর ভূমিকা, প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা, অডিট ম্যানেজমেন্ট ও কোম্পানির ক্রয় প্রক্রিয়া, GIS Mapping এর ভূমিকা, Public Procurement Management, Web Based Pension Software, Annual Confidential Report, সমন্বিত Dashboard, EVC Meter Installation and Operation বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	১৬ টি	৬১৪ জন
৩	ইন্টার্নশীপ	১৬ টি	১৬ জন
	মোট:	**৯০ টি**	**১০০৫ জন**

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

নং	দেশের নাম	ক্যাডারভিত্তিক ও সমন্বিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	তুরস্ক	১ টি	০৪ জন
২.	যুক্তরাষ্ট্র	১ টি	০৮ জন
৩.	যুক্তরাজ্য	১ টি	০৮ জন
	মোট:	**৩টি**	**২০ জন**

জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য:

নং	কর্মকর্তা/কর্মচারী	নিয়োগের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	কর্মকর্তা	-	
২.	কর্মচারী	১৯৪	সাধারণ, হিসাব ও কারিগরি পদালী
৩.	আউটসোর্সিং কর্মচারী	৭৬	

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী সম্পর্ক:

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক সন্তোষজনক। কোম্পানিতে বর্তমানে তিতাস গ্যাস কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিস্ট্রেশন নং: বি-১১৯৩) সিবিএ-এর প্রতিনিধিত্ব করছে। সিবিএ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, অবৈধ উচ্ছেদ ও বকেয়া আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

শিক্ষা কার্যক্রম :

১৯৮৭ সালে কোম্পানির উদ্যোগে ঢাকার ডেমরায় তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ফলে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানসহ স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তানরাও মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বিদ্যালয় ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাসহ এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। ২০২৩ সালে মোট ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ১০০% উত্তীর্ণ হয়। অংশগ্রহণকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৪৩ জন জিপিএ ৫.০০, ৪২ জন জিপিএ ৪.০০ এবং ০৫ জন জিপিএ ৩.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম :

মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক উন্নয়ন, পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

শিক্ষাবৃত্তি :

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের মধ্যে যারা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণদের প্রতিবছর '' তিতাস গ্যাস শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা'' কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসএসসি ও সমমান-এ ৬২ জন, এইচএসসি ও সমমান-এ ৭০ জন এবং স্নাতক/স্নাতক (সম্মান)/ স্নাতকোত্তর-এ ১৮ জনসহ সর্বমোট ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন গ্রেডে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ প্রদান কর্মসূচী :

কোম্পানীর বাজেটে আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট ক্রয়, গৃহ নির্মাণ/সমন্বয় (গৃহ নির্মাণ ও গৃহ সংস্কার),মোটর গাড়ি ক্রয় ও মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনুসৃত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণসহ সর্বমোট ১৬৫,০০,০০,০০০/-(একশত পঁয়ষট্টি কোটি) টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।

ধর্মীয় আচার :

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানীতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ০১ জন কর্মকর্তা এবং ০৮ জন কর্মচারীর প্রত্যেকের পরিবারকে দাফন-কাফনের জন্য ৩০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা হিসাবে সর্বমোট ২,৭০,০০০/- (দুই লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ০৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৮.০০ লক্ষ টাকা করে সর্বমোট ৭২,০০,০০০/- (বাহাত্তর লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও বিনোদন :

কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিত্তবিনোদন ও কর্মচাঞ্চল্য বজায় রাখার জন্য তিতাস ক্লাব নিয়মিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে কোম্পানির মিরপুরস্থ পরিবহন বিভাগে মহান বিজয় দিবস আন্ত:ডিভিশন ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট-২০২৩ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে কোম্পানির আন্তঃবিভাগীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪ এর আয়োজন করা হয়। মহান বিজয় দিবস আন্ত:ডিভিশন ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট-২০২৩ এ অপারেশন ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন ও প্রশাসন ডিভিশন রানার আপ হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪ এ প্রশাসন ডিভিশন দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়। তিতাস ক্লাব কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলোয়াড় সমন্বয়ে দল গঠন করে প্রিমিয়ার ডিভিশন ভলিবল, বিভিন্ন ধরণের ভলিবল টুর্নামেন্ট ও প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবালীগে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ সকল প্রতিযোগিতার মধ্যে তিতাস ক্লাব প্রিমিয়ার ডিভিশন ভলিবল লীগে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা লীগে একবার চ্যাম্পিয়ন ও বেশ কয়েকবার রানার আপ ও তৃতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবালীগে তিতাস ক্লাব অংশগ্রহণ করে তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা :

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাত হতে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা হিসেবে জনাব মিনহাজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়- কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত জনাব শরীফ আহমেদ,বার্তা সম্পাদক আরটিভি'কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং দুরারোগ্য ওভারিয়ান ক্যান্সারে আক্রান্ত জনাব শামীমা আক্তার, উপসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়'কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। মরণঘাতী ক্যান্সারে আক্রান্ত জনাব গীতা রানী গোলদার,সহকারী কর্মকর্তা টিজিটিডিপিএলসি'কে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ও বাস দুর্ঘটনায় শিকার কোম্পানির কর্মচারী জনাব মোছা: নিলুফা ইয়াসমিন, পিসি অপারেটর এর মা ও মেয়ের চিকিৎসার জন্য ৮,৮৫,৮৬৭/- (আট লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত সাতষট্টি) টাকা প্রদান করা হয়। অধিকন্তু, কিডনি রোগে আক্রান্ত কোম্পানির কর্মচারী জনাব মো. নজরুল ইসলাম, সিনিয়র অফিস সহকারী'কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, দুরারোগ্য ব্রেষ্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা জনাব শিউলী আক্তার'কে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, হৃদরোগে আক্রান্ত পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লি:-এর আউটসোর্সিং কর্মচারী জনাব বাবুল সরদার'কে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, MPS-II নামক বিরল হান্টার সিনড্রোমে আক্রান্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব আতাউর রহমান-এর সন্তান আবরার গালিব'কে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, লিউকেমিয়া রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লি:-এর ব্যবস্থাপক জনাব আবু নাসের মাহমুদুল হাসান এর কন্যা নামিয়া বিনতে হাসান'কে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া, সরকারের ত্রাণ তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ও টিজিটিডিপিএলসি এর মাধ্যমে গরীব দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:

শুদ্ধাচার চর্চায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকৌ. মো. জাহাংগীর আলম (০০৯৯৩), ব্যবস্থাপক, ভিজিল্যান্স বিভাগ, জনাব পুলক চাকমা (০১৭১৫), উপব্যবস্থাপক, প্রশাসন বিভাগ ও প্রকৌ. মো: নাসিম সরকার (০১৯৯২), উপব্যবস্থাপক, সিস্টেম অপারেশন বিভাগ-দক্ষিণ (গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯ ভূক্ত ক্যাটাগরিতে, যৌথভাবে ৩ জন) ; জনাব গোলাম মোস্তফা (০২৩৬৬), সহকারি কর্মকর্তা, বেতন ও তহবিল বিভাগ, জনাব মোঃ সেলিম মিয়া (০৯৫৪৭), মালী, প্রশাসন ও সেবা শাখা, আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন- ময়মনসিংহ ও জনাব শেখ আব্দুল্লাহ হোসেন (০৯৬৬২), গাড়ী চালক, বোর্ড শাখা, কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স বিভাগ (গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ ভূক্ত ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে-৩জন) এবং জনাব কাজী মামুন হোসেন (০৯৭১৪), অফিস সহায়ক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল হাওলাদার (০৮৬৯১), নিরাপত্তা প্রহরী, আঞ্চলিক বিপণন বিভাগ-গাজীপুর ও জনাব শ্রী অপেল চন্দ্র দেবনাথ (০৯৬৮৬), পরিচ্ছন্ন কর্মী, সেবা শাখা, ঢাকা, কমন সার্ভিসেস বিভাগ (গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভূক্ত ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে ২জন)-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান,

কোম্পানির স্টেক হোল্ডার/অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেয়াল ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিলি করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

সরকার গণখাতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) প্রবর্তন করে। এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সাথে পেট্রোবাংলার এবং পেট্রোবাংলার সাথে এর আওতাধীন সকল কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রতিবছর সম্পাদিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে পেট্রোবাংলার সাথে তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি পিএলসি এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইনোভেশন কার্যক্রম :

কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কোম্পানির ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজীকৃত/ডিজিটাইজডকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ যথাসময়ে হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া, জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চতুর্থ

শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে ০২টি কর্মশালা/প্রশিক্ষণ কর্মচারীদের প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, বর্ণিত কর্মপরিকল্পনামতে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়নের আওতায় "প্রি-পেইডযুক্ত আবাসিক গ্রাহকের প্রিপেইড ডুপ্লিকেট রিচার্জ কার্ড ইস্যুরণের প্রক্রিয়াটি" অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে। ফলে, আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সেবা গ্রহণে সার্বিকভাবে সময়, ব্যয় ও ভিজিট হ্রাস পাচ্ছে এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নসহ কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পেট্রোবাংলা কর্তৃক আয়োজিত "বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী (ইনোভেশন শোকেসিং) ২০২৩-২৪"- এ ১ম স্থান অর্জনকারী তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি পিএলসি

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম :

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন, স্টেশন ও বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম এবং সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :

স্বাস্থ্যঃ

সরকারি ঘোষনা মোতাবেক নির্ধারিত হারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। কোম্পানির চিকিৎসকগণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে কর্পোরেট চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ডায়গনষ্টিক ও মেডিকেল সেন্টারের সঙ্গে কোম্পানির সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পরিবেশ:

বৈশ্বয়িক উষ্ণতা সূচকে বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন)-এর নিঃসরণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর তুলনায় ২৩গুণ বেশি ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমান ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকান্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-

কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, তদস্থলসহ কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জকালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ নির্মাণ বা স্থাপন/পুনর্নির্মাণ বা মেরামত কার্যক্রমের জন্য রাস্তা ও ফুটপাত খোঁড়াখুঁড়ির সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা (Guidelines) অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা :

পাইপলাইন নির্মাণ এবং সিস্টেম পরিচালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। ফলে কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে এযাবতকাল গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা নির্বিঘ্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। পুরোনো নেটওয়ার্ক ও করোশনের ফলে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে গ্যাস লিকেজ সংঘটিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের নির্বিঘ্ন পরিচালন নিশ্চিতকল্পে পাইপলাইনের রাইট অব ওয়ে-তে কোন ধরনরে স্থাপনা নির্মাণ, গ্যাস লিকেজ, অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন কাজে পাইপলাইনের যে কোন ধরনে ক্ষতি মোকাবেলায় নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্যাস স্থাপনাসমূহের সম্ভাব্য গ্যাস ও কনডেনসেট লিকেজের বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নিবারণমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। পাইপলাইনের করোশন নিবারণকল্পে সিপি সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালন করা হচ্ছে এবং মাসিক ভিত্তিতে সিপি স্টেশন পরিদর্শন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর পি.এস.পি. রিডিং গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মনিটরিং করা হয়। অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম (কার্বন-ডাইঅক্সাইড/ড্রাই গ্যাস পাউডার) প্রয়োজন মোতাবেক স্থাপন ও ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা নীতিমালা লঙ্ঘনের ফলে কোন গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে রাইজার স্থানান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রমের দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করাসহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের দপ্তরকে অবহিত করা হয়। গ্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। সিস্টেম পরিচালন ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় বা দুর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে কোম্পানির উদ্যোগে এবং পেট্রোবাংলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহের সেইফটি অডিটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, কোম্পানির সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক স্টেশনসমূহের সেইফটি অডিটিং ইন্সপেকশন করা হয়।

জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জরুরী কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি :

জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগাধীন জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ শাখা-উত্তর এবং দক্ষিণ-এর জরুরী অভিযোগ কেন্দ্র, কোম্পানির কল সেন্টার ও ওয়েবসাইট এর কমপ্লেইন পোর্টাল-এ প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগসমূহ তাৎক্ষনিকভাবে সমাধানের জন্য দিন/রাত ২৪ ঘন্টা মোট ৩০ টি জরুরী দল এবং ক্ষতিগ্রস্থ পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের জন্য একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। সম্ভাব্য সকল দুর্ঘটনা মোকাবেলা এবং সম্মানিত গ্রাহকদের আঙ্গিনায় নিরাপদ ও সুষ্ঠু গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকদের সকল অভিযোগে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত জরুরি কলের সংখ্যা তথা জরুরি দল কর্তৃক গ্রাহক আঙ্গিনায় উপস্থিতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

কলের ধরণ	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
অগ্নি দূর্ঘটনা	২৩৩	১৮৭
গ্যাস লিকেজ	৫,৭৯৬	৬,১০৫
গ্যাসের স্বল্প চাপ	১৬৬	১৭৫
গ্যাস না থাকা	১১৫৪	১,৬৫০
অন্যান্য	১৫৭৯	১,০৭৪
মোট	**৮৯২৮**	**৯,১৯১**

ছিদ্র জরিপ, ছিদ্র সনাক্তকরণ ও লিকেজ মেরামত সংক্রান্ত তথ্য:

গ্যাস লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা এড়াতে ও পাইপ লাইন লিকেজের কারণে মূল্যবান গ্যাসের অপচয়রোধ এবং কোম্পানির বিতরণ নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে কোম্পানি ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে মোবাইল গ্যাস লিকেজ ডিটেকশন সিস্টেম ও তাৎক্ষণিক লিকেজ মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কোম্পানির এ কার্যক্রমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিতরণ নেটওয়ার্কে ছিদ্র জরিপ, ছিদ্র সনাক্তকরণ ও লিকেজ মেরামতের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো :

অর্থবছর	এলাকা	সার্ভে (দিন)	সার্ভে (কি.মি)	সার্ভেকৃত গ্যাস সোর্স লিকেজর সংখ্যা	লোকালাইজেশন কৃত লিকেজর সংখ্যা	লিকেজ মেরামত	মন্তব্য
২০২৩-২৪	ঢাকা মেট্রো	৮৭	৯৭৯.৮৮	৭,০৩৫ টি	২৪৩৫টি	২৪৩৫ (রাইজার ১২৩১ এবং মাটির নিচে ১২০৪ টি)	৭৭৪.৭৬ ঘনমিটার/ঘন্টা প্রতিদিন ০.৬৫ এমএমসিএফডি

পাইপলাইনের নিরাপত্তার বিষয়ে মার্কার পোস্টের ও প্যাট্রোলম্যান-এর সহায়তায় নিরবচ্ছিন্ন মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

উন্নততর সেবা কার্যক্রম:

গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য ঢাকা মহানগরী ও আঞ্চলিক বিক্রয় ডিভিশনের আওতাধীন এলাকায় সম্মানিত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানিতে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রাহক সেবা কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, শীতকালীন গ্যাস স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণে পাইপলাইন স্থাপন ও সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস মডিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:

একটি সুপরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তার কার্যকর বাস্তবায়ন ও সময়ে সময়ে তা পর্যবেক্ষণ কোম্পানির সার্বিক সাফল্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার সাথে সাথে এর কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার জন্য সচেতন রয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩জন সম্মানিত পরিচালকের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি পরিচালনা পর্ষদের সাব-কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকারী 'নিরীক্ষা ডিভিশন'-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কোম্পানির বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত "Management Report" অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহ অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। অডিট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানির চ্যালেঞ্জসমূহ :

- বিতরণ নেটওয়ার্কে অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা ;
- সিস্টেম লস যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করা ;
- বিতরণ নেটওয়ার্কের অবকাঠামোগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা ;
- কোম্পানির বিতরণ মার্জিন যৌক্তিক পর্যায়ে পুনর্নির্ধারণ করা ;
- কোম্পানির চুড়ান্ত করদায় অপেক্ষা গ্যাস বিলের উপর উৎসে কর্তিত কর (৩% হারে) অধিক হওয়ায় কর হার পরিবর্তন ও সমন্বয় করা;
- বিতরণ নেটওয়ার্কে সংযুক্ত গ্রাহকগণের গ্যাস চাহিদার বিপরীতে গ্যাসের সরবরাহে ভারসাম্য বজায় রাখা; এবং
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ জনশক্তি সমৃদ্ধ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর "স্মার্ট কোম্পানি"-তে রুপান্তর করা।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

গ্রাহক ও আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি দেশের জ্বালানি খাতে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতেও এ কোম্পানির সার্বিক উন্নয়নে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি। কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদয় উপস্থিতির জন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তিতাস বোর্ড, পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা ও তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিকসহ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে কোন কোন অঞ্চলে গ্যাসের চাপ স্বল্পতার জন্য সরবরাহ বিঘ্ন ঘটায় সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের নিকট আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বিগত সময়ে কোম্পানিকে বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য পরিচালকমণ্ডলী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড একচেঞ্জ কমিশন, স্টক একচেঞ্জ, পেট্রোবাংলা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিইআরসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতেও তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানির উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য আমি পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ হতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাবসহ কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট তাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

ধন্যবাদান্তে,

(মোঃ সাইফুল্লাহ পান্না)
চেয়ারম্যান, তিতাস বোর্ড